কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১ আষাঢ় - ৭ আষাঢ়, ১৪২৫ ঃ ১৬ জুন - ২২ জুন, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 34, 16 June - 22 June, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির নিয়ে বিড়ম্বনা বেড়েই

চলেছে। ভোগের পরম্পরায় ছাপ ফেলেছে সেবায়েতদের কলহ। খোয়া গিয়েছে রত্নভাণ্ডারের চাবি। এবার পুণ্যার্থীদের বহু দিনের অভিযোগ মেনে পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্য ও পরিচ্ছন্নতার রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট।

রবিবার : সরকারি প্রকল্পের টাকা অপাত্রে দানের অভিযোগ

দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক বহুবলে সেসব অভিযোগ কোনদিনই পাত্তা পায় না। এই সত্যই সামনে নিয়ে এল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নবতম প্রকল্প রূপশ্রী। প্রকল্পের অর্থ পেতে ছলের আশ্রয় ও সরকারের নির্বিকার চিত্ত অপচয়ের নামান্তর।

সোমবার : ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ফুটবল পাগল

দেশ ভারত এখনও এই আঙিনায় পা ফেলার সুযোগ পায় নি। তবে ভবিষ্যতে সম্ভাবনা যে উজ্জ্বল হতে চলেছে কেনিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তা দেখিয়ে দিল সুনীল ছেত্রীরা।

মঙ্গলবার : অপেক্ষা থাকলেও আশা ছিল। রাজ্যের একগুণ্ডা মেট্রো

প্রকল্প ও রেল লাইন সম্প্রসারণের সমাধি হয়ে গেল জমি জটে। রাজ্য সরকার নির্বিকার। কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে হাওয়া গরম রাজনীতিটাই একমাত্র ভবিতব্য এ রাজ্যের।

বুধবার : শেষ পর্যন্ত বুনো ওল উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বাঘা তেঁতুল আমেরিকার গলাগলি। পারমানবিক

অস্ত্র ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন কিম। বিনিময়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করলেন ট্রাম্প।

বৃহস্পতিবার : কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রী জানিয়ে দিলেন

২০২১ সালের জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসরের চাকরি পেতে পিএইচডি তকমা লাগবেই।

শুক্রবার : বিশ্ব ফুটবলের মহাযুদ্ধ বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেল

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও রাশিয়া-সৌদি আরব ম্যাচ দিয়ে। ৩২টা দেশের এই লড়াইয়ে আগামী একমাস মেতে থাকবে বিশ্ববাসী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নদীবাঁধ সুরক্ষায় এক নীতি দেশে

ওঙ্কার মিত্র

সুন্দরবন প্রেমী এক ঠিকাদার আশি/নব্বই-এর দশকে একটি অভিযোগ নিয়ে পত্রিকা দফতরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর দাবি ছিল সেচ দফতর সারা বছর বাঁধ মেরামতির কাজ না করে ঠিক বর্ষার আগে চড়া দরে 'ইমারজেন্ট টেন্ডার'-এর নামে আপৎকালীন দরপত্র আহ্বান করে। এর ফলে বর্ষার আগে কোনও রকমে দায়সারাভাবে কাজ করে ঠিকাদাররা। সেচ দফতরের কতিপয় কর্তা থেকে কর্মী ও অসাধু ঠিকাদারের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যাচ্ছে বাকি অর্থ। আর প্রতিবছর সর্বনাশ হচ্ছে সুন্দরবনের জীবন ও জীবিকার একমাত্র ভরসা নদী বাঁধের। সরেজমিনে তদন্ত করে সেচ দফতরের বিরুদ্ধে বাঁধ নির্মাণের দুর্নীতি নিয়ে বহু প্রতিবেদন আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে অসাধু চক্রে সাময়িক ছেদ পড়েছে বটে কিন্তু স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গিয়েছে মৌসুনী দ্বীপের বাসিন্দা ওই ঠিকাদারের। কাজ পাওয়া তো বন্ধ হয়েছিলই, এমনকি মৃত্যুর সময়ে পরিবার প্রায় পথে বসেছিল। কিন্তু তিনি দমেন নি। বলতেন, 'অনাহারে মারা গেলেও সুন্দরবনের বাঁধের স্বার্থে প্রতিবাদ করবই।' ২০০৯ সালের ২৫ মে ঘন্টায় ১২০ কি মি বায়ু বেগের আয়লা সুন্দরবনের মোট ৩৫০০ কিমি বাঁধের ৭৭৮ কিমি নদীবাঁধ তছনছ করে বুঝিয়ে দিয়েছিল ওই প্রতিবাদী ঠিকাদারের আশঙ্কা একশো শতাংশ সঠিক। সরকার এই ক্ষতির পরিমাণ যতই কমিয়ে দেখাবার চেষ্টা করুক না কেন বাস্তবে ৪২৪৯টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, খুঁজে পাওয়া যায়নি ৮০০০ মানুষকে। প্রাণ হারিয়েছিল ২,১২,৮৫১টি গবাদি পশু। আর নদীবাঁধ ভেঙে নোনাজলে প্লাবিত হয়েছিল ১,২৫,৮৭২ হেক্টর চাষের জমি। যার ফল ৯ বছর পরেও ভুগছে সুন্দরবনবাসী। বিংশ শতাব্দীতে ৪৪টি সাইক্লোনের মুখোমুখি হয়েছে সুন্দরবন।

সুন্দরবনের নদীবাঁধের ভয়াবহ অবস্থা। -নিজস্ব চিত্র

আয়লা সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

বাঁধ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সুন্দরবনের মোট ১০২টি দ্বীপের মধ্যে বনাঞ্চল কেটে বসবাসকারী ৫৪টিতে নদীবাঁধ নির্ভর জনজীবন চিরকালই বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এর কারণ মূলত দুটি। এক, চারিত্রিক ও বিস্তারে পৃথিবীর অন্য যে কোনও বদ্বীপ থেকে আলাদা সুন্দরবনের নদীবাঁধ নির্মাণ ও মেরামতির কোনও সরকারি নীতি গ্রহণ না করা। দুই, নদীবাঁধ সম্পর্কে সুন্দরবনবাসীর অসচেতনতা ও চরম উদাসীনতা। ভৌগোলিকরা সুন্দরবনকে বলেন সক্রিয় বদ্বীপ। এখানে ভূমিক্ষয় ও ভূমিগঠন প্রতিদিন প্রতিনিয়ত একই সঙ্গে চলছে। উত্তর ২৪ পরগনার ৬টি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩টি ব্লক ও বাংলাদেশ নিয়ে যে সুন্দরবন পৃথিবীর বিস্ময় তার বুক চিরে অজস্র খাঁড়িপথে গঙ্গা দুই মুখে বিপুল পরিমাণ পলিমাটি সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে পড়ছে। পশ্চিমে হুগলি এবং পূর্বে পদ্মা-মেঘনা মোহনা দিয়ে। তথ্য বলছে প্রতিবছর গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র পথে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ে ১০০০ মিলিয়ন টন পলি। আবার জোয়ারের টানে এই পলি ১১টি মোহনার অগুন্তি খাঁড়ি পথে ফিরে এসে জমা হয়। প্রতি পলের এই আসা যাওয়ায় যেমন গঠিত নতুন ভূমি তেমনই নদীর নাব্যতা কমে তৈরি হওয়া জলের প্রবল চাপ পড়ছে বাঁধের উপর। ফলে ভাঙছে বাঁধ, ধ্বসে পড়ছে মনুষ্য বসবাসের ভূমি। চাষযোগ্য জমি, মিষ্টি জলের পুকুর-খাল-বিল প্লাবিত হচ্ছে নোনা জলে। তীব্র সংকট তৈরি হচ্ছে পানীয় জলের।

ভৌগোলিকদের মতে এমন সক্রিয় বদ্বীপ মনুষ্য বসবাসের মোটেই যোগ্য নয়। আর্যযুগের ব্রাত্য ও ম্লেচ্ছ ভূমি নিম্নবঙ্গ সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা নির্বাসিত কপিল মুনির দৌলতে হয়ে উঠল পূণ্যভূমি। সারা ভারতবর্ষের মানুষ পূণ্যের আশায় পা রাখলেন ভয়াবহ সুন্দর সুন্দরবনের দ্বীপভূমিতে। পরে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক ও নাছোড় মনোভাবে ক্রমে মনুষ্য বসবাসের যোগ্য হয়ে ওঠে জঙ্গলভূমি। ইতিহাস বলছে ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর মিরজাফর ফোর্ট উইলিয়ামের পিছনে গঙ্গার পূর্বপাড় ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুন্দরবন এলাকার যে ৮৮২ বর্গ মাইল জায়গা দিয়েছিল তা ১৭৭০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে চার খেপে বনাঞ্চল কেটে বাসযোগ্য জমিতে পরিণত হয়। শুরু করেন তৎকালীন কালেক্টর ক্লদ রাসেল। নাম দেন পতিত আবাদি তালুক। পরে হেক্কেল সাহেব বনাঞ্চলকে চাষযোগ্য জমি বানাতে ১৭৮৫ সালে ১৫০ জনকে জমি লিজ দেন। উৎপাদিত ফসল বিক্রির উদ্দেশ্যে তৈরি করে ৩টি স্টেশন। একটি হেক্কেলগঞ্জ বা এখনকার হিঙ্গলগঞ্জ, অপর দুটি খুলনায়। শুরু হল বাঁধ দিয়ে নদী, খাঁড়ি, নোনামাটির বুকে মানবসভ্যতা গড়ার লড়াই। সে লড়াই আজও চলছে। এখন সুন্দরবনে ৪২৬৭ বর্গ কিলোমিটার ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। বন কেটে মানুষের বসবাসযোগ্য ভূমি বেড়ে হয়েছে ৫৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার। জলের তলায় ২০৬৯ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভে মানব সভ্যতার আগ্রাসন চলছে, কমছে বনাঞ্চল। এটাকেই সুন্দরবন বিশেষজ্ঞরা সুন্দরবনের সর্বনাশ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সুন্দরবনের বুকে মানবসভ্যতার লড়াইয়ের সাফল্য তাই সম্পূর্ণভাবে নদীবাঁধের উপর নির্ভরশীল। অথচ বাঁধ নিয়ে সরকার ও সুন্দরবনবাসীর অপরিসীম উদাসীনতা বিস্ময়ের। আয়লার পর বাঁধ নির্মাণে কত না তোড়জোড় হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল আলাদা দফতর, বরাদ্দ হয়েছিল কোটি কোটি টাকা। কিন্তু জমি জটে আর শ্লথ প্রশাসনের সৌজন্যে আজও সে কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। আজও ভরা কোটালে থর থর করে কাঁপে নদীর পাড়ের বাসিন্দারা। ভঙ্গুর নদী বাঁধ সুন্দরবনবাসীর ভবিতব্যে পরিণত হয়েছে।

এই গতানুগতিক দিনযাপনের মধ্যে সুন্দরবনবাসীর মনে ঠাণ্ডা বাতাস নিয়ে এল গত বুধবারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক। নদীবাঁধের সুরক্ষায় সারা দেশে এক নীতি গ্রহণের জন্য এদিন বাঁধ নিরাপত্তা বিল, ২০১৮ পাশ করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। অর্থমন্ত্রী পীযুশ গয়াল জানিয়েছেন, এই বিলে জাতীয় কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব রয়েছে। বাঁধ সুরক্ষার নীতি এবং নয়া বিধি চালু করার কার্য্যকরী ভূমিকা নেবে কমিটি। সুন্দরবন জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগে খুশির হাওয়া। তাঁদের দাবি এতদিনে আইনি বৈধতা পাবে সুন্দরবনের নদী বাঁধ। তাতে হয়তো স্বস্তি মিলবে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের। আশায় বুক বাঁধছে সুন্দরবন।

কোটালে নদীবাঁধ ভাঙলো বাসন্তীতে

বাঁধ ভাঙার পর নিরাশ্রয় পরিবার। -নিজস্ব চিত্র

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : অমাবস্যার কোটালে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে নদীবাঁধ ভাঙলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকে। বৃহস্পতিবার সকালে বাসন্তী ব্লকের ৬ নং সোনাখালী গ্রামে হোগল নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হল সমগ্র গ্রাম। জোয়ারের জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু মাটির বাড়ি ও চাষের জমি। বৃহস্পতিবার সকালে জোয়ারের জলে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে হোগল নদীর বাঁধ ভাঙলেও এদিন বিকেল পর্যন্ত নদীবাঁধ সারাইয়ের কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি প্রশাসনের তরফ থেকে। ফলে নদীর এই লোনা জলে প্লাবিত হয়ে ঘর ছাড়া হয়ে পড়ছেন বহু মানুষ।

উল্লেখ্য ২০০৯ সালের ২৫শে মে সোমবার ভয়াল ভয়ংকর রূপ ধারণ করে আয়লা ঝড় আছড়ে পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সমগ্র সুন্দরবনের উপর। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সমগ্র সুন্দরবনের ৩৫০০কিমি নদীবাঁধের ৭৭৮ কিমি। এছাড়াও হাজার হাজার বাড়িঘর, গবাদি পশু ও বহু মানুষ নদীতে ভেসে গিয়েছিল জলের তোড়ে। আয়লার সেই স্মৃতি এখনো তরতাজা সুন্দরবনবাসীর মনে। এদিন সকালে বাসন্তীর হোগল নদীর বাঁধ ভেঙে লোনা জল গ্রামে ঢুকে প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘটনার জেরে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। কেউ আশ্রয় নিয়েছেন পাশের গ্রামের কোনও আত্মীয়, বন্ধুর বাড়িতে তো কেউ আশ্রয় নিয়েছেন নৌকার উপর। হোগল নদীর লোনা জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু চাষের জমি,পুকুরের মাছও মারা গিয়েছে এই লোনা জল ঢুকে যাওয়ায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকার নদী বাঁধের অবস্থা ভীষণ খারাপ ছিল, একাধিকবার এ বিষয়ে স্থানীয় বিডিও অফিস সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ত্রাণের ব্যবস্থা তো দূরাবস্থা একবারের জন্যও স্থানীয় ব্লক প্রশাসন বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও কর্মকর্তাও খোঁজ নিতে গ্রামে আসেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। কবে মেরামত হবে হোগল নদীর বাঁধ সেই দিকে অসহায় চাতকের মতো তাকিয়ে গৃহহীন গ্রামবাসীরা।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর

নদীপথে মাদক ঢুকছে রাজ্যে

কুনাল মালিক : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমান্ত এলাকা দিয়ে বর্তমানে মাদক পাচার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রের খবর, রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী উপকূলবর্তী এলাকা দিয়ে এ রাজ্যে গাঁজা, চরস, হেরোইন সহ নানা ধরনের মাদক দ্রব্য ঢুকছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালে এই চোরাচালানের পাণ্ডারা বসে আছে। এ রাজ্যে বেশ কয়েকজন এজেন্ট আছে। নদীপথে কিংবা সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে লোকাল ট্রেনে করে কলকাতা সহ শহরতলির প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেশার সামগ্রী পৌঁছে যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মোটা টাকার কমিশনের 'টোপ' দিয়ে নেশার দ্রব্য সরবরাহ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। কলকাতার নামি-দামি কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রীও নাকি এই 'সিন্ডিকেটে '' নাম লিখিয়েছে। কলকাতা বন্দর এলাকা থেকে আঁকড়া, সন্তোষপুর, মোমিনপুর, খিদিরপুরে এই মাদক চক্রের জাল বিস্তার লাভ করেছে। গত বুধবার বন্দর এলাকার বিশেষ পুলিশের তদন্তকারী দল এই চক্রের পাণ্ডা মহম্মদ মার্সেলিনকে গ্রেফতার করেছে। সূত্রের খবর ওই পাণ্ডা নাকি নেপাল থেকে বিভিন্ন মাদক দ্রব্য এ রাজ্যে পাচার করতো যুবক-যুবতীদের মারফৎ। পুলিশি জেরায় বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে- দক্ষিণ শহরতলির বজবজ-ফলতা-ডায়মন্ড হারবার এলাকার হুগলি নদীপথে মাদক দ্রব্যের পাচার হচ্ছে রাতের অন্ধকারে। বিশেষ করে গাঁজার রমরমা ব্যবসা চলছে। অন্যদিকে সুন্দরবন এলাকার হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, কুমিরমারি এলাকার নদী পথেও মাদক পাচার চক্র সক্রিয় আছে। সূত্রের খবর অনেক বৈদেশিক জাহাজ থেকেও নদীপথে মাদক পাচার হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছে। উপকূল রক্ষী বাহিনী ও বিএসএফকেও সতর্ক করা হয়েছে।

উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগী দেখেন ফার্মাসিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাজ্যজুড়ে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবার গুণকীর্তনে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ই উল্টো ছবি ধরা পড়ছে বিভিন্ন এলাকায়। ঝাঁ চকচকে কোনও স্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বরে শুয়োর চড়ে বেড়াচ্ছে তো কোথাও আবর্জনার স্তূপ। কোনও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দীর্ঘদিন চিকিৎসকের অভাবে ফার্মাসিস্টই রোগী দেখছেন। কোথাও দালালচক্রের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। অথচ এরকমটা নাকি হওয়ার কথা ছিল না মা মাটি মানুষের সরকারের আমলে।

২০১১ সালে এ রাজ্যে পট পরিবর্তনের পর পরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ প্রমুখ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হাল দেখার জন্য ঝটিকা সফর শুরু করেছিলেন। এর ফলে প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী প্রভৃতির মধ্যে কর্ম তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু, কিছুদিন পর এই ঝটিকা সফরে যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন অনেকেই। এরপর পাঁচের পাতায়

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন টিটি'রা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : স্থল যানবাহনের মধ্যে রেল একটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ও জনবহুল পরিবহন মাধ্যম। ভারতে এর সূচনা হয় ১৮৫৩ সালে, ব্রিটিশ আমলে। তখন এর যাতায়াত ছিল মুম্বই থেকে পুনে পর্যন্ত। পরের বছর ১৮৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে এর সূচনা হয় হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত এবং এই একই বছরে কলকাতায় শুরু হয়েছিল শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত যাত্রাপথ দিয়ে। এরপর প্রায় দেড় শতাধিক বছরে বহু জল গড়িয়ে গিয়েছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। রেলপথেরও বিস্তৃতি ঘটেছে আসমুদ্র হিমাচল। ভারতে আজ এমন কোনও রাজ্য নেই, যেখানে রেলপথ পৌঁছায়নি। নিঃসন্দেহে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এই পরিবহন ব্যবস্থার। উন্নতিও হয়েছে অনেক। তবুও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেল আজও অনেক পিছিয়ে বলে মন্তব্য করেন রেল বিশেষজ্ঞ ও যাত্রীদের অনেকেই। বর্তমানে শিয়ালদহ উত্তর, দক্ষিণ ও মেন শাখা মিলিয়ে মোট ৮৯৩টি ট্রেন দৈনিক চলাচল করে বলে রেল সূত্রে জানা যায়। এই ডিভিশনে ট্রেনের সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনই মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে যাত্রী সংখ্যারও। শিয়ালদহ ডিভিশনে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রেলের সিনিয়র সিআইটি (চিফ ইন্সপেক্টর অফ টিকিটস) সমর বিশ্বাস প্রতিবেদককে বলেন, 'বর্তমানে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার যেমন উন্নতি ঘটেছে, তেমনই যাত্রী পরিষেবারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতিটি স্টেশনে পানীয় জল, বসার জায়গা, শেড বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত আলো, পাখার ব্যবস্থা সহ স্টেশনের পরিচ্ছন্নতার আগের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

অমিয় পতনে দুই বাংলার বিয়োগ ব্যাথা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জন্ম ১৯৩৮ সালে ৬ জুলাই বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। ১২ জুন, সন্ধ্যা ৬.৪০ মিনিটে ইন্দ্রপতন ঘটে গেল এ বাংলার বুকে। ৭৯ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা আলিপুর বার্তা পরিবারের প্রধান উপদেষ্টা অমিয় চৌধুরী। গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে ভুগছিলেন তিনি। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ছাপিয়ে গিয়েছে ভক্ত ও পরিবারপরিজনের শোকবেদনা। খবর পেয়েই ফোন করে তাঁর ভাইপোকে সমবেদনা জানালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জানালেন, এ তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি। তার কিছুক্ষণ পরেই হাসপাতালে শায়িত অমিয়বাবুর মরদেহের কাছে পৌঁছে শ্রদ্ধা জানালেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক স্নেহাশিস সুর। বারংবার বললেন, যে অপার স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছে তা ভোলার নয়। এর খানিক পরেই শশব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল হাসপাতাল চত্বরে। তার আগেই অবশ্যই কলকাতা পুরসভার ১০ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত এসে জানালেন, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আসছেন শ্রদ্ধা জানাতে। এরপর পূর্তমন্ত্রী অরূপবাবু এসে অমিয়বাবুর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, ভাইপো, ভাইঝিদের পাশে দাঁড়ালেন। অমিয়বাবুর শায়িত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকলেন, মমতাদি (মুখ্যমন্ত্রী) আমায় পাঠালেন। ভাবতেই পারছি না, অমিয়বাবু নেই। তিনি ছিলেন আমাদের শিক্ষক। যে কোনও বিষয় নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন। যেটা আজকের দিনে ভাবাই যায় না। রাতেই ঠিক হয়ে গেল পরের দিন অর্থাৎ, ১৩ জুন হবে তাঁর অন্তেষ্টি। পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানালেন, রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় তাঁর দেহ রাখা হবে কলকাতা দূরদর্শনের ঠিক পাশের উদয় শঙ্কর ভবনে। সেখানে শ্রদ্ধা জানাবে তাঁর অগণিত ভক্ত ও কাছের মানুষজন। সেইমতো ১৩ জুন, বুধবার সকালেই হাসপাতাল থেকে তাঁর দেহ নিয়ে আসা হয় গল্ফ গ্রিনের বাড়িতে। সেখান থেকে সোজা উদয়শঙ্কর ভবনে। সেখানে হাজির হয়ে যান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও স্থানীয় কাউন্সিলর তথা বরো চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত। এর কিছুক্ষণ পরেই অমিয়বাবুর শবদেহের ওপর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধির মালা এসে পৌঁছায়। এরপর ছয়ের পাতায়

মুম্বই থেকে পাচার হওয়া দিদিকে উদ্ধার করল বোন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : অসীম মনোবল আর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মুম্বইয়ের পতিতালয় থেকে নিজের দিদিকে উদ্ধার করলো ছোট বোন। যা কিনা যে কোনও হিন্দি সিনেমাকেও হার মানায়।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নিকারিঘাটা পঞ্চায়েতের ঠাকুরান বেড়িয়ার রামামারি গ্রামের বাসিন্দা আবু ছাত্তার মোল্লার মেয়ে সেরিনা মোল্লার ফোনে বছর দেড়েক আগে একটি মিসড কল আসে। সেই থেকে ফোনে প্রায় দুমাস আলাপ হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবারের উস্তি থানার দোস্তিপুরের মাজিদ আহমেদ শেখ ওরফে মোজাফ্ফর শেখের সাথে। তারপর থেকেই মাজিদ আহমেদ শেখ আবু ছাত্তারের বাড়িতে একাধিকবার ছলনা করে যাতায়াত করে। এরপরই আব ুছাত্তার মোল্লার মেয়ে সেরিনাকে বিয়ে করে। এক মাসের মধ্যেই বাইরে কাজে যাওয়ার অজুহাতে স্ত্রী সেরিনাকে নিয়ে গিয়ে মুম্বইয়ের পতিতালয়ে পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে নারী পাচার চক্রের পান্ডা সুবিদ আহমেদ শেখের কাছ। পতিতালয়ে কাজ না করতে চাইলে তার উপর শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হত বলে জানিয়েছে সেরিনা। এরপর ব্যাপক মারধর, এমনকি ছুরি দিয়ে হাত ও পিঠের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত করে শাস্তি দেওয়া হত। অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে নিরুপায় হয়ে পতিতাপল্লিতে দেহ ব্যবসার কাজে লিপ্ত হয় সেরিনা। পাচারকারীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একাধিক বার অন্য মহিলাদের সহযোগিতা

করে বাড়ি পাঠাতে সক্ষম হলেও নিজে পাচারকারীদের বেড়াজাল কেটে বেরোতে পারেনি। অবশেষে মাস খানেক আগে পতিতাপল্লি থেকে একটি মোবাইল ফোন চুরি করে বাথরুমে গিয়ে নিজের কাকার মেয়ে রীনা মোল্লা কে সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলে।

এরপর শুরু হয় নাটক,রীনা বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে পাচারকারীদের ফোনে প্রেমের অভিনয় করে এবং সেও পতিতাপল্লিতে গিয়ে ওই দেহব্যবসার কাজ করে টাকা রোজগার করতে চায়। এমনই ভাবে ফোনে বেশকিছুদিন কথাবার্তা চলার পর পাচারকারীরা নিশ্চিত হয়ে ওর ঠিকানায় যোগাযোগ করে ওকে নিয়ে যেতে চায় বলে জানায়। এরপর বাড়ির লোকজনের কাছে ঘটনার সমস্ত কথা খুলে বলে এবং পাচারকারীদের কথামতো শনিবার বারুইপুর স্টেশনে দেখা করতে বলে। শনিবার স্টেশনে সেরিনা ও অপর এক মহিলাসহ দুই যুবক ওই মহিলার কথা অনুযায়ী বারুইপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। দেখা হলেও পুলিশের ভয়ে বেশকিছুক্ষণ লুকোচুরি খেলা চলে। এরপর সাথে পুলিশ নেই দেখে ওই মহিলাকে ইঙ্গিত করে ডাকে এবং তাকে নিয়ে যেতে চাইলে মহিলার সাথে থাকা জনা দশেক যুবক এক মহিলা সহ দুই পুরুষ পাচারকারীকে ধরতে সক্ষম হলেও একজন মহিলা পাচারকারী পালিয়ে যায়। ধরা পড়ে রীনা। এরপর পাঁচের পাতায়

বাজার কি চমক দিচ্ছে না গিমিক চলছে, প্রশ্ন লগ্নিকারীদের

পার্থসারথি গুহ

কে বলবে ভারতের শেয়ার বাজার এই কিছুদিন আগেও কারেকশনের বিশাল ভ্রুকটির সামনে র্জজরিত হচ্ছিল। তাও আবার ছোটখাটো কোনও কারেকশন নয়। গত জানুয়ারির পর থেকে ২–৩ মাসের সংশোধনীর ধাক্কায় বাজার নেমেছিল প্রায় ১০–১২ শতাংশ। তাও মনে হচ্ছিল যেন আরও বেশ খানিকটা পড়া বাকি রয়ে গেছে। এর মধ্যেই পাশা পালটে গেল। ফের বেয়ারদের যাবতীয় প্রতিরোধ তুড়ি মেরে উড়িয়ে ভারতের শেয়ার বাজার উর্দ্ধগামী হতে শুরু করেছে। এত তাড়াতাড়ি সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে এতটা আশা বোধহয় কেউই করেন নি। সেদিক থেকে বাজার নিশ্চিতভাবে সবাইকে চমকে দিয়েছে। তাও কতদিন এই উত্থান বজায় থাকে সেটাও কিন্তু নজরে রয়ে যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও ২০১৮–র প্রথম থেকে বাজারের বুল রান ধরে রাখা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কারেকশনের ভরপুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তাঁরা। ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। এই মতের শরিক হয়েছিলেন উদয় কোটাকের মতো বড় মাপের ব্যবসায়ীও। তাঁর মতে এবার নিশ্চিতভাবে কারেকশনের বৃত্তে প্রবেশ করবে শেয়ার বাজার। বিশেষ করে এতটা বাড়ার পর অত্যন্ত স্বাভাবিক কারেকশনের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন তিনি। বস্তুত সেই কারেকশন পর্ব বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। ১০–১২ শতাংশ কারেকশন তো আর চাট্টিখানি কথা নয়।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করেছিলেন কোটাক সাহেব। তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি। তবে সেই উদ্বেগজনক অবস্থা থেকে বাজার যে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে তা এবার পরিস্কার হয়ে উঠেছে।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথম থেকেই বেচুবাবুকে

অর্থনীতি

হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও এখন অবশ্য তাঁরা ফের ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। বস্তুত বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির মাঝে তাঁদের কেনা স্বস্তি জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে স্থিতাবস্থা ফিরলে জোরকদমে বাজারে ফেরার পরামর্শ থাকছে।

নিফটি আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১১ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করলেও খুব বেশি একটা ওপরে যেতে পারবে না। মেরেকেটে ১২ হাজার হতে পারে নিফটি। তাও ২০১৯ লোকসভা ভোটে ফের বিজেপি দিল্লির তখতে বসলে তবেই। আর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন খিচুরি সরকার এলে তা বাজারের ক্ষেত্রে বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াবে। এখন দেখার আগামী কিছুদিনে নীরব–মেহুল ঘোটালা থেকে পিএনবি স্ক্যাম কতটা দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিতে পারে মোদী সরকার।

আসলে এই মুহূর্তে শুধু ভারত বলে নয়, আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাদের সূচকও রয়েছে সর্বকালের সেরার জায়গাতে। যার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হচ্ছে জাপানের অর্থবাজারের দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটিয়ে নিত্য–নতুন উচ্চতা গড়ে তোলার কথা। সেদিক থেকে ভারতের বাজার যে একটা ইতিবাচক আবহ পাচ্ছে তা খুব পরিস্কার। এখন এই ‘সব পেয়েছি’ পর্ব কতদিন টিকে থাকবে সেটাও বড় প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে।

যদিও দুনিয়া খ্যাত শেয়ার বিশারদ এজেন্সিগুলো এই মুহূর্তে ভারত সম্পর্কে খুব বুলিশ বা তেজিয়ান মনোভাব পোষণ করছে। তাঁদের মতে, নিফটি আগামী ৪–৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ জুন – ২২ জুন, ২০১৮

মেষ : ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে, ভ্রমণযোগ রয়েছে।

বৃষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন, বুদ্ধির ভুলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ফেলবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

মিথুন : শরীর নিয়ে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা।

কর্কট : উপযাজক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ঠান্ডাজনিত পীক্ষায় ও পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। নতুবা অসম্মানিত হতে হবে। দায়িত্বমূলক ও যোগাযোগমূলক কাজে বাধা এলেও সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকবিষয়ে শুভফলেরযোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মনের মত ফল পাবেন না।

কন্যা : বিবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি অতিক্রান্ত করতে হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

তুলা : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সমটি অতীব শুভদায়ক। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মত ফল পাবেন না। নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না।

বৃশ্চিক : মনে শান্তি পেতে হলে ইষ্টনাম জপ করুন। পূর্ব পরিকল্পিত দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। ঠান্ডা জনিত পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

ধনু : অশুভের মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার সৃষ্ট হতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। খাওয়া দাওয়ায় সংযম হতে হবে। কর্মস্থলে শান্তিতে কাজ করতে পারবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি মনোনিবেশ করতে পারবেন না।

মকর : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তেমনি শুভফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে তেমন ভালো ফল আশা করা যায় না। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। বন্ধু বান্ধবদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মামলা–মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। লেখাপড়ার ফল ভালো হবে। গৃহভৃত্যের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ।

মীন : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শিক্ষণক্ষেত্রে উচ্চমার্গের ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গলার রোগে কষ্ট পেতে পারেন। আয় ভালই হবে। তবে একটু বিলম্ব হবে, কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে জল থেকে সাবধান থাকবেন।

ট্রেনিং দিয়ে বরোদা ব্যাঙ্কে ৬০০ প্রবেশনারি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স করিয়ে ৬০০ জন প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ করবে ব্যাঙ্ক অব বরোদা। ৯ মাস মেয়াদের স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্সটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করাবে বরোদা মণিপাল স্কুল অব ব্যাঙ্কিং। সফলভাবে কোর্স শেষ করলে নিয়োগ হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল ওয়ানে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

মোট শূন্যপদ : ৬০০টি (সাধারণ ৩০৩, তফসিলি জাতি ৯০, তফসিলি উপজাতি ৪৫, ওবিসি ১৬২)। সরকারি নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় ৫৫ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নব্বর সহ স্নাতক।

কাজের খবর

বয়স : ২–৭–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ ৩–৭–১৯৯০ থেকে ২–৭–১৯৯০–এর মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি : ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। ব্যাঙ্ক অব বরোদা থেকেই শিক্ষঋণ পাওয়া যাবে। কোর্স শেষের পর ৭ বছরে ঋণ শোধ করতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষা, সাইকোমেট্রিক টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৮ জুলাই। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী এবং শিলিগুড়ি।

লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে রিজনিং ও কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড (৭৫ নম্বর), জেনারেল/ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস (৪০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩৫ নম্বর) বিষয়ে। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ ধরনের। এর সঙ্গে থাকবে ৫০ নম্বরের ডেসক্রিপটিভ ইংরেজি (লেটার রাইটিং ও এসে রাইটিং)। মোট সময়সীমা ৩ ঘন্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। ১৮ জুলাই থেকে পরীক্ষার কললেটার ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.bankofbaroda.com

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofbaroda.com প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২ জুলাই। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ব্যাঙ্ক চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড (মাস্টার বা ভিসা বা রুপে বা মায়েস্ত্রো) বা নেট ব্যাঙ্কিং বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেট বা আইএমপিএস–এর মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করুন। সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্যে সরকারের বন দফতরে ১৮২

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদফতরে ১৮২ জনকে নিয়োগ করা হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব–অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এক্সামিনেশনের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : ১৪/২০১৮।

দুই পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৫ আগস্ট। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে কলকাতা–সহ রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে। দার্জিলিং সদর, মিরিক ও কার্শিয়াং সাব–ডিভিশন এবং কালিম্পং জেলার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে শুধুমাত্র দার্জিলিং পরীক্ষাকেন্দ্রে। তবে মেন পরীক্ষা সব প্রার্থীর ক্ষেত্রেই কলকাতায় হবে। পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে কমিশনের অফিসে।

শূন্যপদের বিবরণ : ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব–অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস : ১৭২টি (সাধারণ ৮০, তফসিলি জাতি ৪৫, তফসিলি উপজাতি ৯, বিসি–এ ২৩, বিসি–বি ১০, দক্ষ খেলোয়াড় ৫)। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস : ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, বিসি–এ ১, বিসি–বি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনও শাখায় স্নাতক। স্নাতকোস্তরে এই বিষয়গুলির মধ্যে যে–কোনও একটি বিষয় পড়ে থাকতে হবে : বিজ্ঞান শাখার ক্ষেত্রে : এগ্রিকালচার, বটানি, কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, ফরেস্ট্রি, জিওলজি, হর্টিকালচার, ম্যাথমেটিক্স, ফিসিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, জুলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ক্ষেত্রে : এগ্রিকালচার, কেমিক্যাল, সিভিল, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক্যাল।

বাংলা পড়তে, লিখতে, বলতে জানতে হবে। তবে নেপালি যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁদের বাংলা না জানলেও চলবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬৩ সেমি (তফসিলি উপজাতি এবং গোর্খা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। বুকের ছাতি মাপ না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮৪ সেমি ও ৮৯ সেমি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৯ সেমি ও ৮৪ সেমি।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩৬ বছর এবং সাব–অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বয়সে পশ্চিমবঙ্গের তফসিলিরা ৫ এবং বিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

জাতীয় স্কুল গেমস, ইন্টার–ইউনির্ভাসিটি প্রতিযোগিতা, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে খেলাধূলার এইসব ডিসিপ্লিন থেকে : অ্যাথলেটিক্স–ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টস–সহ, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, সুইমিং, টেবিল টেনিস, ভলিবল, টেনিস, ওয়েট লিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, জুডো, রাইফেল শ্যুটিং, কবাডি এবং খো খো।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন, মেন এক্সামিনেশন, দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল (ব্র্যাকেটে কোড নম্বর): কলকাতা (০১), বর্ধমান (০২), বহরমপুর (০৩), শিলিগুড়ি (০৪) এবং দার্জিলিং (০৫)। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। মেন এক্সামিনেশনে থাকবে কনভেনশনাল টাইপ প্রশ্ন। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪ ঘন্টায় ২৫ কিলোমিটার (মহিলাদের ক্ষেত্রে ঘন্টায় ১৬ কিলোমিটার) হাঁটা। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২ জুলাই পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইন এবং অফলাইন–দু’রকম ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি জমা দিতে হবে ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে।

অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩ জুলাই। সেক্ষেত্রে ২ জুলাইয়ের মধ্যে চালানের প্রিন্ট আউট নিয়ে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না।

আগ্রহীরা খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.pscwbonline.gov.in প্রয়োজনে যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ৪০০৩–৫১০৪ (অনলাইন ফিয়ের বিষয়ে), ২২৬২–৪১৮১ (অফলাইন ফিয়ের বিষয়ে)। হেল্প ডেস্ক : ৯৮৩৬২ ১৯৯৯৪, ৯৮৩৬২০৮৯৯৯৪ এবং ৯১২৩৯ ৭১৭৪৭।

স্বল্প খরচে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি–সহায়ক প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তথ্যপ্রযুক্তি, রোবোটিক্স, অটোমোবাইল, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যবহার্য অত্যাধুনিক নানা সরঞ্জাম তৈরির শিল্পে এখন আইওটি (ইন্টারনেট অব থিংস) প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার ঘটছে। একথা মাথায় রেখেই বিজ্ঞান–প্রযুক্তির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আই ও টি প্রযুক্তির তিনটি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এসেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। আই আই এম কলকাতার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের তিন ক্ষেত্র : (১) অ্যানড্রয়েড, (২) আরডুইনো, (৩) রাস্পবেরি পি আই। প্রত্যেকটিই তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স। সার্টিফিকেট দেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজি বিভাগের ডিন প্রফেসর অম্লান চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ভারত সরকারের ইলেক্ট্রনিক্স ও ইনফর্মেশন টেকনোলজি মন্ত্রকের সহায়তায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ‘ওপেন হার্ডওয়্যার বেসড কমিউনিকেবল ডিজিটাল বায়ো সেন্সিং প্ল্যাটফর্ম’ নামের একটি প্রকল্প রূপায়িত করছে। এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞান–প্রযুক্তির ছাত্রছাত্রীদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা বুদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি তিনটি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, প্রশিক্ষিতরা ইনফর্মেশন কমিউনিকেশন–সহ বিভিন্ন শিল্পে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবেন।

বিটেক, এমটেক, বিসিএ, এমসিএ, বিএসসি, এম এসসি ডিগ্রিধারী ছাত্রছাত্রী এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমাধারীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ট্রেনিংয়ের জন্য কোনও ফি লাগবে না। রেজিস্ট্রেশন এবং প্রোজেক্টের জন্য অল্প খরচ লাগবে। প্রশিক্ষণ শুরু হবে জুনেই।

আগ্রহীরা নাম নথিভুক্ত করার জন্য এখনই যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় : প্রোজেক্ট অফিস, ১০১এ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪।

তথ্যের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটর অর্পিতা কাঞ্জিলালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৯৯০৩৮ ০৭২৬৫।

শব্দবার্তা ৮৩

১		২		৩	■	৪	
	■		■		■		■
৫			■	৬			৭
	■		■		■	■	
	■	■	৮	■	৯	■	
১০	১১			■	১২		
■		■		■		■	
১৩		■	১৪				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। স্ত্রীলোক, নারী ৪। ঘ্রাণ ৫। শোভা, নানা রঙের — ৬। পিতৃপুরুষেরা ১০। ইতিহাসখ্যাত এক আন্দোলন ১২। কাতরোক্তি, অনুনয় ১৩। কচি গাছ ১৪। আগুনে শোধন করা উজ্জ্বল সোনা।

উপর–নীচ

১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক বিশেষ ২। দুরন্তপনা, দাপাদাপি ৩। জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব ৪। বিখ্যাত চিংড়িমাছ ৭। শশিভূষণ ও রাধামুকুন্দকে নিয়ে রবি ঠাকুরের গল্প ৮। (আল.) অতি সহজ ব্যাপার ৯। গোল খন্ড খন্ড ১১। দুর্গের মধ্যে যুদ্ধ করার উপযুক্ত জায়গা।

সমাধান : শব্দবার্তা ৮২

পাশাপাশি : ১। সুদখোর ৩। প্রস্থান ৫। মহিমা ৬। তরতাজা ৮। তহরি ১০। পরস্ব ১৩। নষ্টমতি ১৫। দ্বাপর ১৬। তস্কর ১৭। নমস্কার।

উপর–নীচ : ১। সুরত ২। রমজান ৩। প্রমাণিত ৪। নরহরি ৭। রবার ৯। হজম ১০। পরিখ্যাত ১১। স্বর্গদ্বার ১২। রনরন ১৪। তিমির।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ভিনরাজ্য থেকে উদ্ধার কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী ঃ–চারটি বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পরই হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় এক কিশোরী। নিখোঁজ কিশোরীর

পরিবারের লোকজন বিভিন্ন স্থানে ও আত্মীয়–স্বজনের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে অবশেষে কিশোরীর মা সাইফুন্নিসা মোল্লা গত ২৪ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। অবশেষে বাসন্তী থানার কলা হাজরার হোগলবেড়িয়া গ্রামের ওই কিশোরী রাজস্থানের যোধপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়। পুলিশের কাছে ওই নাবালিকা কিশোরীর অভিযোগ, তার বাবা মা জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে,রাজি না হওয়ায় তার উপর বেধড়ক মারধর করে অত্যাচার করা হতো।

অন্য দিকে কিশোর বাবা মা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ২৬ হাজার টাকা তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে বাসন্তী থানার পুলিশ। একটি মোবাইল ফোনের হদিশ পেয়ে রাজস্থানের যোধপুর পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে বাসন্তী থানার এসআই সুব্রত উপাধ্যায়। শুক্রবার বাসন্তীতে ফিরিয়ে আনা হয় কিশোরীকে। এরপর কিশোরী তার বাবা–মায়ের কাছে ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং পড়াশোনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাসন্তী থানার পুলিশ কিশোরী কে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেন।

জীবনতলায় তামিলনাড়ুর নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : তামিলনাড়ুর

এক নাবালিকা কন্যাকে উদ্ধার করলো জীবনতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে শনিবার রাতে বছর ষোলোর এক কিশোরীকে জীবনতলা বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। সন্দেহ হওয়ায় তারা জীবনতলা থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে ওই নাবালিকা কিশোরীকে উদ্ধার করে থানা নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন ভুলভাবে দীর্ঘপথ এই ভাবে সে চলে এসেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যেহেতু নাবালিকা,যার জন্য রবিবার সকালে তামিলনাড়ুর ওই কিশোরীকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুত্রে আরো জানা গেছে তামিলনাড়ুর সি ৪,৬ ক্রস, পুডুমানাল,অম্বুর,ভেলোরে বাড়ি এ রাফিইয়া বাসহা' নামে ওই নাবালিকার। তার বাবার নাম আমের বাসহা। জীবনতলা থানার এসআই প্রশান্ত কুমার পাল বলেন কিভাবে তামিলনাড়ু থেকে ওই নাবালিকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলায় এলো সে বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হবে।

মহিলা থানা ও চাইল্ড লাইনের সহযোগিতায় শিশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত শুক্রবার কলকাতার পার্কসার্কাস ১নং কবরস্থান থেকে খেলতে খেলতে ট্রেনে উঠে পড়ে বছর ছয়েকের সর্জু শেখ। অবশেষে ক্যানিং স্টেশনে নেমে এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সন্ধ্যায় হয়ে যায়। ছোট্ট শিশু কে নির্জন স্থানে ঘোরাঘুরি

করতে দেখে জনৈক এক ব্যাক্তি তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহিলা থানায় নিয়ে যান। এরপর শিশুটির পরিবারের লোকজনের খোঁজখবর শুরু করে ক্যানিং মহিলা থানা ও চাইল্ড লাইন।শনিবার রাত পর্যন্ত কোন কিছুই সন্ধান না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে ক্যানিং মহিলা থানা ও চাইল্ড লাইন। ঠিক সেই মুহূর্তে চাইল্ড লাইনের বান্টি মুখার্জী তার নিকট বন্ধু তাপস পর্বতের সাথে যোগাযোগ করেন । তাপস পর্বত পার্কসার্কাসের এক বন্ধু নিতাই সরকারের মাধম্যে খবর পাঠান নিখোঁজ শিশুর পরিবারের কাছে। অবশেষে শিশুটির পরিবারের সঠিক সন্ধান পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ক্যানিং মহিলা থানা ও চাইল্ড লাইন। রবিবার সকালে শিশুটির মা আনোয়ারা বিবি ক্যানিং মহিলা থানায় আসলে তার হাতে সর্জু শেখ কে তুলে দেন। হারানো সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে স্থানীয় যুবক,চাইল্ড লাইন ও ক্যানিং মহিলা থানাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান আনোয়ারা বিবি।

নারী ও শিশু পাচার রোধে মৎস্যজীবীদের সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে জীবিকার তাগিদে মৎস্যজীবীদের মাছ মধু সংগ্রহ করার জন্য জঙ্গলে যেতেই হয়। আর তারা যখন পরিবারের কথা ভেবে জীবিকার তাগিদে জঙ্গলে বাঘ হিংস্র জীবজন্তুর সাথে লড়াই করতে ব্যস্ত ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের পরিবারগুলি থাকে

অত্যন্ত অসুরক্ষিত। আর সেই সুযোগ নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে ঢুকে নারী,শিশু পাচারকারীরা অতি সক্রিয় ভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। নারী ও শিশুদের অর্থ ও কাজের প্রলোভন দিয়ে নিয়ে গিয়ে পাচার করে থাকে। সেই অসুরক্ষিত পরিবারদের কথা মাথায় রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত মধুখালির পেঁতুয়া গ্রামে এক সচেতনতার শিবিরের আয়োজন করলো কলকাতা মেরি ওয়ার্ড সোশ্যাল সেন্টার। এদিন নারী ও শিশু পাচার সচেতনতা শিবিরে মহিলা পুরুষ মিলিয়ে প্রায় শতাধিক মৎস্যজীবী ও তাদের পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা মেরি ওয়ার্ড সোশ্যাল সেন্টারের বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবিশঙ্কর রায়,বীথিকা হালদার,সরমা বৈরাগী,কমলকৃষ্ণ হালদার,কমল মানিক মৌলিক,শঙ্কর মান্না সহ বিশিষ্টরা। মৎস্যজীবী শ্যামল নস্কর,প্রদীপ মন্ডলরা বলেন, এই সচেতনতা শিবিরে এসে আমরা নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনেক কিছুই জানতে পারলাম।আগামী দিনে আমরা যাতে আমাদের পরিবার কে সুরক্ষিত রাখতে পারি সেই শিক্ষা পেয়ে আমরা আনন্দিত।

প্লাস্টিকের দৌরাত্ম্য বাড়বে দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং ঃ–আগামী দিনে প্লাস্টিক ধ্বংস করতে চলেছে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার তথা ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহরকে।

বর্তমান মানুষ যত রকমের জিনিস ব্যবহার করেন তার বেশির ভাগই প্লাস্টিক–এর তৈরি।আর এই প্লাস্টিকই আগামীদিনে মানুষের জীবনে ভয়ঙ্কর রূপ ধারন করে ধ্বংস করার পথে এগিয়ে চলেছে। সময় থাকতে প্লাস্টিক–এর সাথে যদি মোকাবিলা না করা হয় তাহলে আগামীদিনে পরমাণু বোমার মতো বিস্ফোরণ ঘটাতে পিছপা হবে না এই প্লাস্টিক!

প্রতিদিনই মানুষ–এর জীবন কে অতিষ্ট করে তুলেছে এই প্লাস্টিক! আশ্চর্য্যের বিষয় সরকার,সমাজসচেতন মানুষজন,বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্লাস্টিক নিয়ে জনসাধারণ কে সচেতন করার পরও যেন ব্যবহার বেড়েই চলেছে প্লাস্টিক–এর। নিট ফলাফল শূন্য এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যের চাহিদা তুঙ্গে।

একদিকে যেমন দাপটের সাথে বেড়েই চলেছে প্লাসটিকের অত্যাচার তেমনই ক্যানিং শহরে যত জল নিকাশির জন্য নতুন নিকাশি নালা তৈরি হোক না কেন সামনে বর্ষায় প্লাস্টিক–এর দাপটে ক্যানিং শহর ডুবতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন হল।সমগ্র বিশ্বে এইদিনটি পালনের দায়িত্ব পেয়েছিল ভারত,ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই উদ্যোগী হয়েছেন দুষণরোধ করে

স্বচ্ছ পরিবেশ গড়ে তুলতে। আর বর্তমান পরিবেশ দুষণের মূল আসামী প্লাস্টিক।

ফলস্বরূপ রাষ্ট্র সংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত দফতর প্লাস্টিক কে বাগে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিট প্লাস্টিক পলিউশন–এর ডাক দিয়েছেন।আর সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়েছে সমগ্র বিশ্ব।

উল্লেখ্য ১৯০৭ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লিওবেকেল্যান্ড কৃত্রিম উপায়ে প্লাসটিক তৈরি করার উপায় আবিষ্কার করেন। তারপর থেকেই তা সাইক্লোনের গতিতে এগিয়ে চলেছে বিশ্বকে গ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে!প্লাসটিক বর্জ্য এবং পচনশীল না হওয়ার কারণেই সংকটে গোটা বিশ্ব। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বছর বিভিন্ন সমুদ্রে প্রায় ৮০ লক্ষ টন প্লাস্টিক জমা হয় । প্লাস্টিক–এর এমন বহর ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকলে আগামী বিশ বছরে কোনও মাছ পাওয়া যাবে না। তৈরি হবে প্লাস্টিক–এর সমুদ্র। আর এই দূষণের কারণে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক পাখি ও প্রাণীর জীবনহানি ঘটে চলেছে। আবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO এক সমীক্ষা অনুযায়ী ৩৬৫ দিনে একটি মানুষের শরীরে পানীয় জলের সাথে প্রায় ৪০০০ প্লাস্টিক জীবানুকণা বিনাবাধায় প্রবেশ করছে। ঠিক তেমন ভাবেই জলনিকাশি নালায় প্লাস্টিক জমে জলের গতিপথ আটকে শহর কে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

উল্লেখ্য প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়ার উদ্যোগ নিয়ে গত ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে প্রচার শুরু করেছিলেন ক্যানিং মাতলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ি,ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, মাতলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। কিন্তু সেই উদ্যোগে ক্যানিং শহরে নিষিদ্ধ হয় প্লাস্টিক। কয়েক মাস এমন স্বচ্ছতা চলার পরই প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা না থাকার জন্যই আবার শুরু হয় প্লাস্টিক–এর রমরমা।

মাতলা ১নং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান তথা সদ্য জেলাপরিষদ নির্বাচিত সদস্য তপন সাহা খুব দুঃখের সাথে বলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে ২০০ বছর লেগেছিল। এর একটাই কারণ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ছিল। না হলে দশ বছরেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করতো। প্লাস্টিক–এর ব্যাপারটি ঠিক তেমনই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্য বন্ধ হয়েও হচ্ছে না।

প্লাস্টিক–এর হাত থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে গত ২০১৬ সালে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন চালু হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে ৫০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আইনকে উপেক্ষা করে ক্যানিং শহর সহ এদেশে সবই সম্ভব!! প্লাস্টিক–এর বাড়বাড়ন্ত রমরমা। শুধুমাত্র আইন করে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা সহজ হবে না। প্রয়োজনে প্রশাসন কে কঠোর ভূমিকা নিয়ে বন্ধ করতে হবে প্লাস্টিক উৎপাদন এবং এর বিরুদ্ধে দল,মত,ধর্ম,বর্ণ কে সরিয়ে রেখে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সচেতন ভাবে এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকে। তাহলে হয়তো প্লাস্টিক–এর আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব। নচেৎ আগামী দিনে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী!

অর্থের অভাবে বন্ধ হতে চলেছে পড়াশোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিন আনা দিন খাওয়া অভাবের সংসার,দারিদ্রতার সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে পড়াশোনা করতে হয়ে দেবব্রত মান্নাকে। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাসন্তী ব্লকের মহেশপুর যশোদা বিদ্যাপীঠ থেকে ৪৬৮ পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেও অর্থের অভাবে স্কুলে ভর্তি হতে না পারার জন্য পড়াশোনা ছাড়তে চলেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভরতগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দাবাদ গ্রামের দেবব্রত মান্না।

আনন্দাবাদ গ্রামের চিত্ত মান্নার অভাবের সংসার। পাড়ায় পাড়ায় ক্ষৌরকার্য করে কোনও রকমে দিন গুজরান করেন আর সেই উপার্জন দিয়েই পরিবারের পাঁচজনের সংসার চলে। এত দুরবস্থা দেখে স্থানীয় যুবক নারায়ণ মান্না চতুর্থ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দেবব্রতকে দায়িত্ব নিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়েছেন

এবং প্রায় সমস্ত পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছেন। দেবব্রত বড় হয়ে অধ্যাপক হয়ে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু অধ্যাপক হতে গেলে প্রচুর খরচ! কে যোগাবে সেই খরচ ? সেই বর্তমানে পড়াশোনার খরচের বহর বেড়ে চলায় চিন্তায় গৃহ শিক্ষক নারায়ণ মান্না সহ তার পরিবার। কিন্তু এই অভাবের সংসারে কি ভাবে সেই স্বপ্ন পুরণ হবে তা বুঝে উঠতে পারছেন না দেবব্রত বা তার পরিবার। সামান্য একটি মাটির ঘরে খড়ের ছাউনিতে কোনও রকমে তিন সন্তান কে নিয়ে থাকেন চিত্ত মান্না। ছেলের ভালো রেজাল্টে আনন্দ থেকে দুঃখই তাঁর বেশি। কারণ কিভাবে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়ে অধ্যাপক করবেন!সামান্য ক্ষৌরকার্য করে সামান্য যা আয় তাতে করে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে,আর সেখানে কিভাবে এই স্বপ্ন পূরণ হবে ভেবে উঠতে পারছেন না তিনি। তাই দেবব্রতর স্বপ্ন পূরণের জন্য যদি কেউ পাশে দাঁড়ায় তাহলে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে দরিদ্র পরিবারটি।

ধুলাগড় বাসস্টপে প্রতীক্ষালয়ের দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া ধুলাগড়, নামটা আর নুতন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। রাজ্যে রাজনীতিতে এক সময় তোলপাড় করা নাম। এই ধুলাগড়–এর উপর দিয়ে চলে গেছে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক। আর এই জাতীয় সড়কের ধারে ধারে গড়ে উঠেছে ছোট বড় নামি দামি কোম্পানির কলকারখানা। পরিবর্তনের স্রোতে ধুলাগড় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কেও পরিবর্তন ঘটেছে। হয়েছে নতুন নতুন রাস্তা, হয়েছে ব্রিজ, লেগেছে নতুনের ছোঁয়া। আর এই ধুলাগড় নিয়ে কলকাতা ও হাওড়াগামী সরকারি–বেসরকারি শর্ট ও দূরপাল্লার বাস ও মালবাহী যানবাহন নিত্য যাতায়াত করে। ধুলাগড় বাসস্টপ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই ধুলাগড় বাস স্টপ দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করে। কিন্তু মজার কথা হল এই জনপ্রিয় বাসস্টপটিতে একটিও প্রতীক্ষালয় নেই। রোদ বৃষ্টি ঝড় সবই সইতে হচ্ছে নিত্যযাত্রী থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। প্রচণ্ড ঝড়–বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ব্রিজের নিচে কিম্বা স্থানীয় দোকানে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। নিত্য দিনের এ করুণ দৃশ্য সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে। ডান কিম্বা বাম প্রশাসনিক বড় কর্তাদের একাধিক জনসভা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের কোনও কর্তার চোখে পড়েনি এ করুণ দৃশ্য। প্রশাসনের এ রকম অনীহা কেন? অনেক প্রশ্ন অনেক গুঞ্জন শোনা যায় নিত্যযাত্রী থেকে স্কুল কলেজ পড়ুয়াদের মুখে। আর সকলের দাবি প্রশাসন যদি প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করে তাহলে আমজনতা থেকে স্কুল–কলেজের পড়ুয়ারা রোদ বৃষ্টি থেকে মুক্তি পায়। এখন দেখার প্রশাসন কত দ্রুত এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে।

মৃত্তিকা বিকাশ কেন্দ্রের স্বপ্ন

পার্থ ঘোষ, বারাসত : ওদের ছোটবেলাটা মনে করে ওরাই কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। কিভাবে ওদের ছোট ছোট হাত জাপটে ধরে দিদি নিয়ে আসত পড়াতে। কখনও কখনও কামাই করলে বকুনিও খেতে হতো। জোর করে পড়তে বসানো শেখানো ভালোবাসা ও ধমক সম্মিলিত অভিভাবকত্ব দিয়ে সাংসদ দিদি কাকলি ওদের পড়াতো, লেখাতো সে কথাই আজ বেশি করে মনে পড়ছে রাইমা, আসমিনা, জানমিনাদের, যারা সফল হয়েছে জীবনের প্রথম আলিম পরীক্ষাতে। সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মুখোজ্জ্বল করেছে সমাজের। রাইমা, আসমিনা, জাসমিনাদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল প্রচুর। প্রলোভন, সাংসারিক, জীবনের নাগপাশের বাধা দূর করে পড়াশোনা চালিয়ে যাবার অকৃত্রিম চাহিদা থেকেই এগিয়ে যাবার শক্তি পেয়েছিল ওরা। তবু যার আশীর্বাদ এই সফলতার পিছনে, সেই সাংসদ দিদি কাকলি ঘোষ দস্তিদারের প্রতি ওদের শ্রদ্ধাবনত ভালোবাসার কথাও ওরা জানানো অকুণ্ঠচিত্তে। কারোর বাবা থেকেও নেই, কারোর মা অন্যের বাড়িতে গৃহস্থলীর সহায়কের কাজ করে, কেউ বা বাবা–মা হীন ঠাকুমার কাছে মানুষ। মাদ্রাসায় পড়াশোনার পাশাপাশি তাই ওরা তালিম নেয় দিদির তত্ত্বাবধানের মৃত্তিকা শিশু বিকাশ কেন্দ্রে। বিকেল চারটে থেকে প্রায় দেড়শো শিশুর পেন পেন্সিলের ঠিকানা এই কেন্দ্র। পড়া লেখার পাশাপাশি অপ্রথাগত শিক্ষার মধ্যে গান, নাচ, ছবি আঁকাও শেখানো হয় এই কেন্দ্রে। আজ সকলে আশীর্বাদ নিতে হাজির দিদির বাড়িতে। রাজনীতির পাশাপাশি এই মহান কাজে ব্রতী কাকলী জানান, শিশুদের খানিকটা এগিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। হলও তাই। নিয়মানুবর্তিতা মেনে সকলে হাজির সঠিক সময়ে। পড়ন্ত বিকেলে ছোট উপহার পেয়ে উজ্জীবিত হল শিশু থেকে কিশোর কিশোরীরা। তবু আশীর্বাদ নিয়ে কথা না বলা মুখগুলো যা বলে গেল নিশ্চয় তার প্রতিফলন ঘটবে আগামীর কোনও প্রগতির পত্রে।

ধ্বংসপ্রায় ডাবু পর্যটন কেন্দ্র ফিরে পেতে চলেছে উজ্জীবিত প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধ্বংসপ্রায় ডাবু পর্যটন কেন্দ্র উজ্জীবিত নতুন প্রাণ ফিরে পেতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। লর্ড ক্যানিংয়ের আমলে ১৮৬২–১৮৬৬ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ নং ব্লকের নিকারীঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের সাতমুখী বাজার সংলগ্ন মাতলা নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ডাবু পর্যটন কেন্দ্র। দীর্ঘদিন পর ১৯৮৪ সালে শুরু হয় পর্যটন কেন্দ্র।মাতলা নদীর পাড়ে ঘন জঙ্গল, নদী,গাছ,পাখিদের কিচিরমিচির শুনে আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার দেশি–বিদেশি পর্যটক আসতেন ডাবু ভ্রমণ করতে।বছর দশেক এমন চলার পর এলাকায় যেমন অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছিল,তেমনই এলাকায় উন্নয়নও শুরু হয়েছিল। এর মাত্রকয়েক বছর পর একাধিক বৃক্ষ নিধন করে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের পরিবেশ ও সৌন্দর্য নষ্ট করা সহ কয়েকটি অঘটন ঘটার পর ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি মুখ থুবড়ে পড়ে এবং বন্ধ হয়ে যায় পর্যটকদের যাতায়াত। দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর বন্ধ থাকার পর ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি চালু করার জন্য একবারও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি ক্ষমতায় থাকা বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্যে পরিবর্তনের পালা ঘটতেই ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নের ব্যাপারে নড়েচড়ে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।এরপর চলতি বছরের ২৬ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি ডাবু পর্যটন কেন্দ্রকে পূর্ণ সংস্কার করে ইকো– ট্যুরিজম গড়ে তোলার নির্দেশ দেন বিভাগীয় দফতরকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে সোমবার সন্ধ্যায় ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে খতিয়ে দেখতে হাজির হন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা শাসক অদিতি চৌধুরী,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ি,ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল,সহ বিভাগীয় দফতরের আধিকারিকগণ। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে সমগ্র ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি ঘুরে বিস্তারিত ভাবে দেখেন। ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি আবার নতুন করে তার যৌবন ফিরে পাওয়ার সম্ভবনায় উল্লসিত এলাকার জনসাধারণ থেকে ভ্রমণ পিপাসু মানুষজন।

সফল হয়েও চিন্তায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভাব অনটনের মধ্যে অনেক সময় অভুক্ত থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। ক্যানিংয়ের দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয় থেকে দুটি বিষয়ে লেটার সহ ৩৮৬ পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে অম্বিকা ভৌমিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের রাজারলাট পাড়ার ৩নং লঞ্চঘাটে মাতলানদী সংলগ্ন নদীরচরে ছোট্ট একটি টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি। বাবা রবীন ভৌমিক চার বছর আগে অন্যত্র চলে যাওয়ায় অসহায় হয়ে পড়ে পরিবারটি। দর্জির কাজ করে অর্থ কষ্টের

জেরে বড় মেয়েকে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। ছোট মেয়ে অম্বিকা নিজের জেদে পড়াশোনা চালিয়ে গেলেও বাধ সেধেছে দারিদ্রতা। নিরুপায় প্রতিমাদেবী কি করবেন,সেই চিন্তায় চিন্তিত।

অম্বিকা বড় হয়ে শিক্ষিকা হয়ে সমাজে কাজ করতে চায়,কিন্তু কি ভাবে হবে? ইতিমধ্যে স্নাতকস্তরে ভর্তি হওয়ার টাকা পর্যন্ত জোগাড় করে উঠতে পারেনি। অভাবের তাড়নায় হারিয়ে যেতে বসেছে প্রস্ফুটিত ভবিষ্যত প্রজন্ম।

সামান্য একটি টিনের ঘরে দর্জির কাজ করে কোনও রকমে মেয়ে কে নিয়ে থাকেন প্রতিমাদেবী। মেয়ের ভালো রেজাল্টে আনন্দের থেকে দুঃখই বেশি তাঁর। কারণ কিভাবে মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে শিক্ষক করবেন! দর্জির কাজ করে সামান্য যা আয় তাতে করে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে,আর সেখানে কিভাবে মেয়ের এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না তিনি। তাই স্বপ্ন পূরণের জন্য যদি কেউ পাশে দাঁড়ায় তাহলে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেতে পারে দরিদ্র পরিবারটি। প্রস্ফুটিত হয়ে বিকশিত হতে পারবে আগামী প্রজন্ম।

উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম অনিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আট বছর

আগে ক্যানসারে বাবাকে হারিয়েছে। মা গৃহবধূ। ঠাকুরদা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক। পেনশন পান। ঠাকুরদা,কাকার সহযোগিতায় এবং মায়ের উদ্যেগে পড়াশোনা চালিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্য মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করলো বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর–২ নং ব্লকের কোটাসুর উচ্চ বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্রী অনিশা মন্ডল। বাড়ি শিবগ্রামে। অনিশার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৩। বাংলা –৯৫, ইংরাজি –৯৪,ভূগোল –১০০,ইতিহাস – ৯৩,সংস্কৃত –৯৫,দর্শন – ৯৯। দুজন গৃহশিক্ষক ছিলো। অনিশা বলে 'খুবই ভালো লাগছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি'। বাসে করে বিদ্যালয়ে যাতায়ত করতো। মাধ্যমিকে কুসুম্বী হাইস্কুল থেকে প্রায় ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলো। এখন লক্ষ্য বিশ্বভারতী। ইংরাজির অধ্যাপিকা হতে চায় অনিশা। কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মানিকলাল দাস বলেন, 'গ্রামের বিদ্যালয় থেকে রাজ্যে স্থান পাওয়া গর্বের ব্যাপার'। কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে ২০১৭ মাধ্যমিকে দুজন ছাত্র এবং ২০১৮ উচ্চমাধ্যমিকে একজন ছাত্রী রাজ্য মেধা তালিকার প্রথম দশে স্থান পেয়েছে। এই সাফল্যের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মানিকলাল দাস মোবাইলে বলেন, 'গ্রামের মানুষজনের সহযোগিতা এবং মাস্টারমশায়দের কৃতিত্ব এই সাফল্যের মূল কারণ'। সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে অনিশাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায় মহম্মদ গোলাম নবী রাজার নেতৃত্বাধীন এসএফআই বীরভূম জেলা কমিটি। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি দীনেশ কুন্ডু এবং তৃণমূল অঞ্চল যুব সভাপতি মেঘনাথ দাস অনিশাকে বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দেন। অনিশার সাফল্যে খুশির হাওয়া ময়ূরেশ্বর –২ নং ব্লক এলাকায়।

পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সৌজন্যে মেডিকেয়ার নার্সিং হোম

প্রোঃ ডাঃ মসিহুর রহমান

ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তা, দঃ ২৪ পরগনা

সেবাই আমাদের মূল আদর্শ

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৬ জুন – ২২ জুন, ২০১৮

ডেঙ্গুকে মাঠের বাইরে ফেলতে শপথ নিতে হবে এখনই

ভরা বিশ্বকাপের বাজারে যখন সবাই ফুটবলের দামামা দেখতে ব্যস্ত ঠিক তখনই আবার একটা জিনিস নিয়ে হাঙ্কা প্যালপিটিশন শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা তথা রাজ্যের মানুষের মধ্যে। যদিও এখনও হাঙ্কা শব্দটা লিখতে হচ্ছে, তবু আর কতদিন একে ছোট আকারে দেখা যাবে তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। কারণ, ডেঙ্গু ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবছর ধরে রাজ্যবাসীর মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব ফেলে দিয়েছে। বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে এই রোগের আক্রমণে। তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার অন্য উপসর্গকে ডেঙ্গু হিসেবে ভেবে গোটা চিকিৎসা পদ্ধতিটাই ঘেঁটে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, এই ক–বছরে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ডেঙ্গু রোগও। তবে অন্য পার্বনগুলিকে ঘিরে যখন আনন্দ–উচ্ছ্বাসের ঘনঘটা হয়েছে তখন আবার ডেঙ্গুর হাত ধরে মৃত্যুমুখী আতঙ্কে থরহরি কম্প হয়েছে সমাজ। এখন দেখার এই বছর কিভাবে তার আবির্ভাব ঘটে। ডেঙ্গু তার দাঁত–নখ সম্পূর্ণ মেলে ধরে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে না কি আবহাওয়ার তারতম্যে এবার তার অন্য ধরনের ব্যাপ্তি ঘটবে তাও বোঝা দায়। তবে বর্ষা যখন ফার্স্ট ফরোয়ার্ড করে গত কয়েক বছরের থেকে অনেক আগেই নিজের জানান দিতে আরম্ভ করেছে তখন ডেঙ্গ নিয়ে সতর্ক হওয়ার জোরদার কারণ রয়েছে বইকি। বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতা তো এটা পরিস্কার করে দিয়েছে বর্ষার সঙ্গে ঘোর সম্পর্ক আছে ডেঙ্গুর। বর্ষার জমা জলের রাজত্ব শুরুর সঙ্গে সঙ্গে এই মহারোগের প্রাদুর্ভাব হতে থাকে। তবে এই মশার জন্ম আবার এলি–তেলি জায়গায় হয়ে না মোটেই। তার জন্ম হয় পরিস্কার জমা জলে।

আর কে না জানে কলকাতা তথা এ রাজ্যে বর্ষার প্রকোপের সঙ্গেই জমা জলের পরিমাণ লাফিয়ে বাড়তে থাকে। তাই এবার সেভাবে গরম না পড়ার কারণে যাঁদের মধ্যে বেশ একটা খুশির আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল বর্ষা হাজিরা খাতায় সই করার পর তাঁদেরই কেমন যেন সিঁটিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি ঢেলে বৃষ্টি হওয়ার দিনে বর্ষার আগমনীর আনুষ্ঠানিক খবরটা পাওয়ার পর তাই আনন্দ পাওয়ার পরিবর্তে কেমন যেন টেনশনে পড়ে গিয়েছেন নগরবাসী। তাঁদের মুখে হাহুতাশ শোনা যাচ্ছে, এই রে ফের ডেঙ্গুর দিন এসে গেল। আসলে ডেঙ্গু তো খালি একটা রোগের নাম নয়, গত কয়েক বছর ধরে এক মহামারির প্রতীক হয়ে উঠেছে ডেঙ্গু। আগে কলেরা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে ওঠার কথা প্রচুর শোনা যেত। সেসময় চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নত ছিল না বলে এর মোকাবিলা করা যেত না এমন একটা অজুহাত সহজে খাড়া করা যায়। কিন্তু এখন তো প্রযুক্তির কল্যাণে কী শহর আর কী গ্রাম সবেতেই উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার ছোঁয়া লেগেছে। তাও কেন ডেঙ্গুকে ঘিরে এতটা আতঙ্কেরঙ পটভূমিকা তৈরি হবে? কেন খোয়াতে হবে এতগুলি প্রাণ? এই বছরটা কি আমরা দেখিয়ে দিতে পারি না, একটু অতিরিক্ত সতকর্তার মাধ্যমে ডেঙ্গাসুরকে পরাস্ত করতে। আর সেটা সম্ভব হলে তো গর্বে বুক ফুলবে সকলেরই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

যদি আমরা বাস্তবিক অনাসক্ত হইতাম, তবে এই বৃথা আশাজনিত কষ্ট এড়াইতে পারিতাম এবং সানন্দে জগতে কিছু ভাল কাজ করতে পারিতাম। আসক্তিশূন্য হইয়া কাজ করিলে অশান্তি বা দুঃখ কখনই আসিবে না। এই জগৎ সুখ দুঃখ লইয়া অনন্তকাল চলিতে থাকিবে এবং আমরা উহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিছু করি বা না করি, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বলিতেছিঃ

একজন গরিব লোকের কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে শুনিয়াছিল যে, কোনরূপে একটি ভূতকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাকে আজ্ঞা করিয়া সে অর্থ বা যাহা কিছু চায়, সবই পাইতে পারে। অতএব সে একটি ভূত সংগ্রহ করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহাকে ভূত

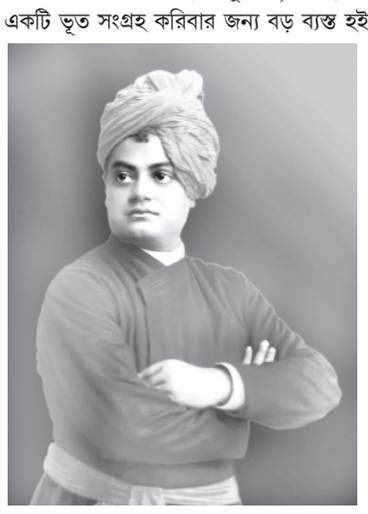

দিতে পারে এমন একটি লোক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশেষে মহা যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন এক সাধুর সহিত তাহার দেখা হইল। সে ওই সাধুর সাহায্য প্রার্থনা করল। সাধু বলিলেন, ভূত লইয়া তুমি কি করিবে? সে বলিল, 'আমার একটি ভূত চাই। সে আমার হইয়া কাজকর্ম করিবে। কিরূপে একটি ভূত পাইব তাহার উপায় শিখাইয়া দিন, একটি ভূত আমার বিশেষ প্রয়োজন।' সাধু বলিলেন, 'অত বিক্ষুব্ধ হইও না, বাড়ি যাও।' পরদিন সে পুনরায় সাধুর নিকট গিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাকে একটি ভূত দিন। কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভূত আমার চাই–ই চাই।'

অবশেষে সাধুটি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এই যাদুমন্ত্র লও, ইহা জপ করিলে একটি ভূত আসিবে তাহাকে যাহা আদেশ করিবে, সে তাহাই করিবে। কিন্তু সাবধান, ভূত বড় ভয়ানক প্রাণী তাহাকে অবিরত কাজে ব্যস্ত রাখিতে হয়, তাহাকে কাজদিতে না পারিলে সে তোমার প্রাণ লইবে।' লোকটি বলিল , 'ইহা তো অতি সহজ ব্যাপার, আমি তাহাকে তাহার জীবনব্যাপী কর্ম দিতে পারি।' এই বলিয়া সে এক বনে গিয়া অনেক দিন ধরিয়া ওই মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিল।

ফেসবুক বার্তা

নক্ষত্র সমাগম মনে করিয়ে দেয় সেই স্বর্ণযুগের কথা।

প্রণব মুখার্জির নাগপুর গমনের শতকথা

নির্মল গোস্বামী

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, ভারতীয় রাজনীতিতে আধুনিক চাণক্য উপাধিতে ভূষিত প্রণববাবু যে দিন সংঘের দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানে যাওয়ার সম্মতি প্রদান করলেন সেই দিন থেকে সমস্ত প্রচার মাধ্যম এবং রাজনৈতিক দলগুলির একমাত্র কাজ হল প্রসঙ্গ প্রণব মুখার্জি'। যাওয়া উচিত কি উচিত নয়– গেলে সংঘ পরিবারের কত লাভ, কংগ্রেসের কত ক্ষতি। মোহন ভাগবতের প্রণব বাবুকে আমন্ত্রণ জানানোর আসল উদ্দেশ্য কি? ভারতের রাজনীতিতে ভেসে থাকার জন্য কি প্রণব বাবু মোহন ভাগবতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন? ইত্যাদি হাজারো কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার জেরে টিভি খুলে কানপাতা দায় হল। বিগত কয়েকদিন। এখানে একটা প্রশ্ন বোধহয় এড়িয়ে গেল তা হল আমরা কতটা সাবালকত্ব অর্জন করেছি? রাষ্ট্রপতির পদকে কত নীচে নামিয়ে আনতে পারি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। আমরা জানি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল কোনও দলের নয়। যে দলের মদতে তিনি নির্বাচিত হন না কেন, নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি আর দলের থাকতে পারেন না, তিনি তখন সমগ্র দেশের।

রাষ্ট্রপতি দেশের সব ধর্মের, সব জাতির, সব গোষ্ঠীর, সব সংগঠনের সব রাজনৈতিক দলের হয়ে যান। যে কোনও সংগঠন তাদের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতি সেখানে যেতেও পারেন– যদি না ওই সংগঠন রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকে। এখানে প্রণব বাবু রাষ্ট্রপতি পদে আর নেই। তাঁর রাষ্ট্রীয় প্রোটকলের বাধা নিষেধও নেই। তিনি এখন মুক্ত মানুষ। সেই মুক্ত মনের জয়গান তিনি যেখানে খুশি গিয়ে গাইতে পারেন। কংগ্রেস সমালোচনা করে বুঝিয়ে দিল যে তারা রাষ্ট্রপতিকে এখনও তাদের দলের রাষ্ট্রপতি বলে ভাবতে অভ্যস্ত। যা অত্যন্ত নিম্নরুচির ও গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে মানুষটাকে দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছে সেই মানুষটার রাজনৈতিক বোধবুদ্ধি জ্ঞানগম্যির প্রতি যদি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকত তাহলে 'কেন যাচ্ছে' এই প্রশ্ন ছোট বড় মেজো সব ধরনের নেতাদের দিয়ে কংগ্রেস যুবরাজ উত্থাপন করতেন না। তিনি স্বাধীন মানুষ, তাঁর স্বাধীন মতামত তিনি যে কোনও মঞ্চে গিয়ে বলতে পারেন। এইটুকু স্বাধীনতা যদি প্রণববাবুর মতো মানুষের না থাকে, তাহলে কীসের গর্ব আমাদের। পৃথিবীর বৃহৎ গণতন্ত্র, পৃথিবী প্রাচীন সভ্যদেশ, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যই যাদের গর্ব সেই দেশের শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস? আর প্রণব বাবুর দশা দেখে দুঃখ হয়। নিজের ঔরসজাত মেয়েও বাবার বোধবুদ্ধির উপর আর আস্থা রাখতে পারল না। সেও বাবাকে রাজনীতির পাঠ শেখাল।

মোহন ভাগবতের আমন্ত্রণ প্রণববাবু কেন গ্রহণ করলেন সেই প্রশ্নে যাবার আগে একটা কথা জেনে রাখা ভালো যে, প্রণব মুখার্জি কংগ্রেস সৃষ্ট নয়। কংগ্রেস প্রণব মুখার্জিকে আবিষ্কার করেছে মাত্র। প্রণববাবুর রাজনৈতিক বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়েছে কংগ্রেস। প্রণববাবুকে পেয়ে দল সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রণববাবু ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মে বিশ্বাসী একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে চণ্ডীপাঠ করেন। ফলে ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁর অটুট আস্থা। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে আত্মস্থ করেছেন। ভারতের ঐতিহ্য হল প্রার্থীকে ফেরাতে নেই।

সাধ্যমতো দান দিতে হয়। আবার যদি ব্রাহ্মণ তো কথাই নেই। এক ব্রাহ্মণ আর এক ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর শিশুদের উদ্দেশ্যে একটু আশীর্বচন দেওয়ার জন্য কৃপা প্রার্থনা করছেন। তিনি জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু আচার্যের

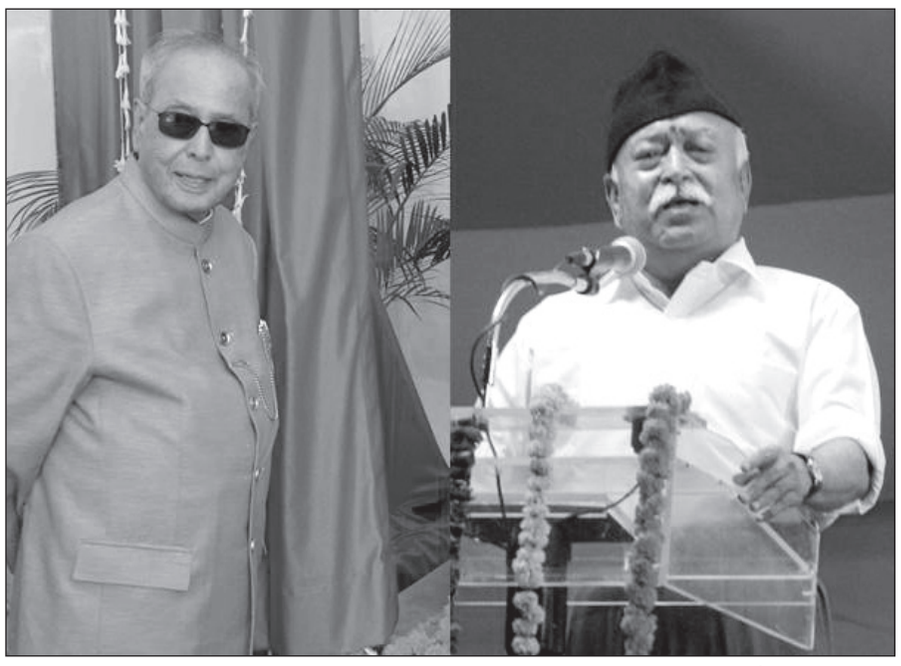

ভূমিকাতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য ও অপার আনন্দ উপভোগ করেন। তাই তিনি সংঘ সভাপতি ব্রাহ্মণকে বিমুখ করতে পারেন না। আমরা জানি ভগবান তথাগতকে এক নিম্নজাতি মানুষ অখাদ্য খাবার রেঁধে নিবেদন করেছিল। তথাগত জানতেন এই খাবার খেলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। তবুও তিনি সেই খাবার গ্রহণ করে সেই ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিলেন যে তিনি তাঁকে দেহমুক্তি ঘটাতে সাহায্য করলেন।

আবার আধুনিক কালের ঘটনা প্রখ্যাত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন পুরীতে অবস্থান করছেন। তিনি আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে প্রতিদিন শত শত মানুষকে অন্ন বস্ত্র জোগাচ্ছেন। মানুষ দলে দলে গোঁসাইজির চরণে স্মরণ নিচ্ছে। এই দেখে পুরীর পাণ্ডারা প্রমাদ গুনলেন। তারা ভাবল এই সাধক বেঁচে থাকতে তাদের জগন্নাথের মহিমা ক্ষুন্ন হচ্ছে। তারা গোঁসাইজিকে মারার চক্রান্ত করলেন। বিষ মাখানো জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে গোঁসাইজিকে খেতে দিলেন। গোঁসাইজি জানতেন তাতে বিষ মেশানো আছে তবুও পাণ্ডাদের দেওয়া প্রসাদ তিনি গ্রহণ করলেন এবং মৃত্যু বরণ করলেন। মহাজনেদের এই ইতিহাস বোধহয় প্রণববাবুকে উৎসাহিত করে ছিল। এখানে জীবনহানির সমস্যা নেই, শুধুমাত্র একটা ভাষণ। এতো অকিঞ্চিত দানে বঞ্চিত করে তিনি স্বধর্মচ্যুত হবেন কেন?

সারা দেশ টান টান উত্তেজনা নিয়ে ভাষণ শুনলেন। বহুকথিত, বহুচর্চিত, বহু পঠিত, গণতন্ত্র, রাষ্ট্রবাদ ও বহুত্ববাদের কথা আর –একবার নতুন করে শোনালেন। তিনি বললেন, গণতন্ত্র উপহার নয়, এটা অনুশীলনের ব্যাপার। ঠিক তাই সেই গণতন্ত্র অনুশীলন হয় না বলেই না আমরা এতো অসহিষ্ণু। প্রশ্ন হল গণতন্ত্রের চর্চা কোথা থেকে শুরু হবে? বাধাহীন ভোটদান পর্ব চুকলেই বলা হয় সফল গণতন্ত্র। ভারতবর্ষ চালায় রাজনৈতিক দল গুলো। তারা কতটা গণতন্ত্রী? সেই সব দলের মধ্যে কতটা গণতন্ত্র বিরাজিত আছে? দলের মধ্যেই যদি গণতন্ত্রের চর্চা না হয়, তাহলে সেই দলের নেতা কর্মীরা গণতান্ত্রিক মানসিকতার পাঠ পাবে কোথা থেকে? লালু, মায়াবতী, মুলায়ম, মমতা সকলেই প্রাইভেট কোম্পানি রাজনৈতিক দল চালাচ্ছেন। আর কংগ্রেস তার পথ প্রদর্শক।

রাজনীতিতে সোনিয়ার থেকে প্রণম মুখার্জির মেধা, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা অনেক বেশি তবুও দলের সভাপতি সোনিয়া। অনেক সিনিয়র নেতা থাকতেও পরবর্তী সভাপতি হল রাহুল গান্ধি। এই যদি দলীয় গণতন্ত্রের উদাহরণ হয়, তাহলে রাজতন্ত্র লজ্জা পাবে। প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে পর্যন্ত সেই পারিবারিক দলের সেবা করে গেছেন পদের লোভে। তিনি দলের মধ্যে গণতন্ত্র চালু করার চেষ্টাও কোনদিন করেন নি। কারণ তিনি জানতেন তা হলেই ঘাড় ধাক্কা খেতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে নেহরু থেকে গান্ধিজি কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষ বোসের সঙ্গে যা আচরণ করেছেন তা গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রণববাবুর সে ইতিহাস অজানা নয়। তবুও তিনি নেহরুকে গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন বলে মনে করেন। হয় তো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তা অনেকটা শিক্ষণীয় ছিল। কিন্তু আজকের প্রজন্মের তা মনে রাখার কথা নয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরাধিকারী ঘোষিত হল। মমতার পর অভিষেক।। কেন দলে আর কেউ যোগ্য নেতা নেই? আমরা জানি মমতার উত্থান হয়েছিল নন্দীগ্রাম আন্দোলন থেকে। আর সেই আন্দোলনের নেতা ছিল যুব নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই শুভেন্দু কী দোষ করল? তিনি তো মমতা ব্যানার্জির ভাইপো নন। তাই দলের কাণ্ডারী হওয়ার অধিকার নেই। তৃণমূলকে ক্ষমতায় আনতে অভিষেকের ভূমিকা শূন্য। এতো সেই রাজ ঘরানার গণতন্ত্র। অবশ্য তৃণমূলের নেতাকর্মীরা অভিষেককে বাংলার যুবরাজ বলে অনেক জায়গায় পোস্টার মেরেছিল। ফলে এই ধরনের দলীয় গণতন্ত্রে লালিত নেতারা জনগণকে কতটা গণতন্ত্র অনুশীলনের পথ দেখাবে তা কি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে? বিগত পঞ্চায়েত ভোট তার উদাহরণ। দেশের কোন রাজনৈতিক দল, কোন সংগঠন এই গণতন্ত্র চর্চার পথ প্রদর্শক হতে পারে তার উল্লেখ করে প্রণববাবু জনগণকে ঋদ্ধ করতে পারতেন।

তিনি যে মঞ্চে ভাষণ দিলেন সেই সংগঠনের তত্ত্ব না মেনেও বলা যায় যে তাদের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র অনেক উন্নত। তাদের ছত্রছায়ায় পালিত দল বিজেপিতে অনেক বেশি সাংগঠনিক গণতন্ত্র আছে। আর দেশের বামপন্থী দলগুলোর মধ্যেও গণতান্ত্রিক রীতি মেনে নেতা নির্বাচিত হয়। ফলে সেই সব দলের কর্মী নেতারা অনেক বেশি গণতন্ত্রের চর্চা করে। ফলে গণতন্ত্র অনুশীলনের বার্তা দিয়ে প্রণববাবু কি 'ঝি'কে মেরে 'বউ' কে শেখানোর বার্তা দিলেন!

গণতন্ত্রের দাবিতে পথে শিক্ষকরা

গৌতম মন্ডল (ইংরাজী শিক্ষক) : পশ্চিমবঙ্গের সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যত আলাপ আলোচনা

বিতর্ক হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল, কোনো সন্দেহ নেই, সেগুলো গণতন্ত্রকেই চ্যালেঞ্জ করেছে! এই নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে কিনা তা একটি বাক্যেই প্রকাশ করা যাবে, সেটা হলো –এই নির্বাচনে রাজনৈতিক কর্মী, নেতা, ভোটপ্রার্থী, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া ভোটকর্মী, এমনকি সাধারণ মানুষ হতাহতের তালিকায় আছে!

সবচেয়ে অভূতপূর্ব, অথবা ঐতিহাসিক বললেও ভুল হবেনা যে, নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে ভোট কর্মীরা নিরাপত্তার দাবি নিয়ে সোচ্চার হলেন শুধু নয়, মহানগরীর রাজপথে দু দুটো মিছিলও করে ফেললেন! গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ জিনিস কোথাও ঘটেছে বলে স্মরণে আসছে না! রায়গঞ্জের শিক্ষক তথা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রিসাইডিং অফিসার রাজকুমার রায়ের প্রথমে গায়েব হয়ে যাওয়া এবং পরে রেললাইনের ওপর তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকবার মতো ঘটনা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেছে বলে জানা নেই! সেই অর্থে নির্বাচন পরবর্তীতে এ রাজ্যের শিক্ষক মহলের মধ্যে যে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে,এরকমটা আর কখনো চোখে পড়েনি! কোনো সন্দেহ নেই এ রাজ্যের শিক্ষকরা আত্মকেন্দ্রিক, সমাজবিমুখ বলে যে বদনাম কিছু কাল ধরে জমা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে অনেকাংশে ভুলও নয়, এক লহমায় যেন সেই বদনামের দেওয়াল ভেঙে শিক্ষক সমাজ রাজপথে নেমে এসেছে! চাপে পড়েই হোক আর লোক দেখানোই হোক, শিক্ষকমৃত্যুর সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও সে তদন্ত শুরুর আগেই সরকারি মহল থেকে তার গতিপথ ও সিদ্ধান্ত বলে দেওয়া হয়েছে যে শিক্ষক রাজকুমার রায় আত্মহত্যা করেছেন!

অবশ্য শিক্ষকের মৃত্যুকে যদি রাজ্য গোয়েন্দারা হত্যা বলে প্রমাণ করেন তাহলে খুব সহজেই সরকারিভাবে প্রমাণিত হবে যে এ রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোট কখনোই শান্তিপূর্ণ ছিল না! যদিও সরকারিভাবে প্রমাণ হোক আর না হোক, এ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের নামে নির্বাচন কমিশনকে পাথরের ঠাকুর বানিয়ে যে গণতন্ত্র হত্যা করার কাজ হয়েছে, তা একপ্রকার ওপেন সিক্রেট! আমরা তো জানি, সিয়িঙ্ ইজ বিলিভিঙ্!

কিন্তু একটা ব্যাপার, যে শিক্ষকসমাজ দীর্ঘদিন ধরে বাসে ট্রেনে ট্রামে স্টাফরুমে পেশাগত দাবির বাইরে কোনো কিছু নিয়েই কথা বলেনি তারা আজ রাস্তায় নেমে সহকর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর সিবিআই তদন্ত দাবি করছে এবং সরকারের ও সরকারি দলের রক্তচক্ষুর পরোয়া করছে না তার বোধহয় একটাই কারণ হতে পারে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, কিছু প্রশ্ন থেকে যায়! শিক্ষক সমাজ শুধু নির্বাচনে তাদের উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে –এইটুকু দাবি করলে বলা ভাল, দেওয়ালে পিঠ ঠেকালেও শিক্ষক সমাজ মুখ ফিরিয়ে চিনতে পারছে না, শত্রু কে? এই যুদ্ধ শত্রুর বিরুদ্ধে না তার ছায়ার বিরুদ্ধে? নির্বাচনে শুধু নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হলে আসল সমস্যা মিটবে তো? ধরা যাক, এর পরের নির্বাচনে রাজকুমার রায়রা বজ্র নিরাপত্তা পেলেন, কিন্তু বাড়ি ফিরে খবর পেলেন রাস্তায় বোমাবাজিতে তাদের কারুর ছেলে বা মেয়ে খুন হয়েছে! সেদিন শিক্ষক সমাজ পথে নামবে তো? বোধ হয় না, কারণ, রেয়াজুল এমনই এক পড়ুয়া এবং আমাদের সন্তান, তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষক সমাজ কিন্তু গর্জে ওঠেনি!

আজকের শিক্ষক সমাজ শিক্ষার ওপর সরকারি ও বেসরকারি নানান আক্রমণে নির্বাক থেকেছে ও আছে! অথচ, শিক্ষার ওপর যেকোনও রকম আক্রমণ শিক্ষক সমাজই সবার আগে অনুধাবন করতে পারে, অন্যেরা যখন বোঝে ততক্ষণে এত দেরি হয়ে যায় যে, আগুনে পুড়ছে দেখেও হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না! কিন্তু শিক্ষকসমাজ সব গাছের নেতিবাচক শিকড় উপড়ানোর দায় নিজেদের ওপর কতটা নিয়েছে সেটা বিতর্কের বিষয়!

এ রাজ্যে নির্বাচন প্রাক ও পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেছে গণতন্ত্র চ্যালেঞ্জের মুখে, নমিনেশন পর্বে হুলিগানিজম চলেছে, মহিলাদের শ্লীলতাহানি হয়েছে খোলা রাজপথে! নির্বাচনের দিন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী এজেন্ট, প্রার্থী, কর্মী এমনকি সাধারণ মানুষ হতাহত হয়েছে! ফলে গণতন্ত্র রক্ষার জন্যই সর্বস্তরের জোটবদ্ধ আন্দোলন খুব প্রয়োজন ছিল, শিক্ষকদের যেমন অহরহ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উচিত শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানো! কারণ, এটা গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন! শিক্ষক সমাজ হয়তো অনেক দেরি করে ফেলেছে, কিন্তু কে না জানে,বেটার লেট দ্যান নেভার!

শিবকালীনগর ঈশান মেমোরিয়াল হাই স্কুল

জোড়া মসজিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরের মির্জা মহল্লায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সব চাইতে বড় নিদর্শন হল 'জোড়া মসজিদ'

প্রত্যেক বছর এই জোড়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় গৌলা পাকের উরস উৎসব।

এই গৌলা পাক হলেন 'হজরত সৈয়দ শাহ মুরশেদ আলি আল বসিরি' যিনি হজরত মহম্মদের বত্রিশতম বংশধর এবং সুফি সাধনার আলি গুব্ধ বড়ধার সাহেব হজরত আবদুল কাদের জিলানীর উনিশতম বংশধর। কথিত আছে তার সুফী সাধনার প্রসারে ১২৬৮ সালে ইরানের বাগদাদ শহর থেকে জলপথে ওড়িশার চাঁদবালী বন্দর হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন।

এই সময় তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশের অন্তর্গত মেদিনীপুর শহরে স্ত্রীগঞ্জে আস্তানা ফেলেন এবং এখানেই পাকাপাকিভাবে সাধনা শুরু করেন। সাধনা চলাকালীন তিনি বহু দুস্প্রাপ্য এবং মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বহুচর্চিত গ্রন্থটি হল 'দেওযান এ জামনি' এটি তার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

১৯০১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি লোকান্তরিত হন।

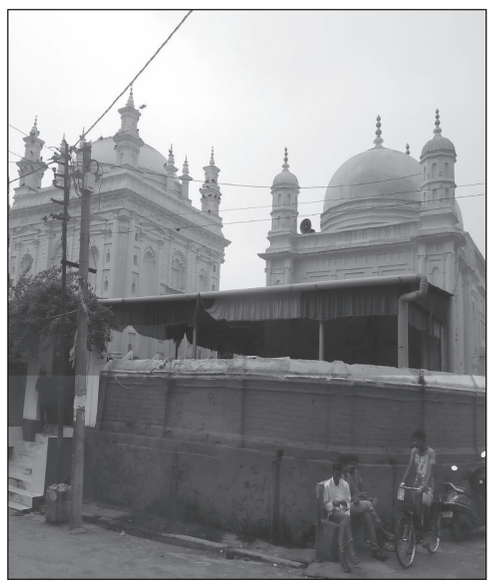

তারপর থেকেই প্রতি বছর ৪ ফাল্গুনে এই জোড়া মসজিদে উরস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয় যা বর্তমানে উরস উৎসব ও মেলা নামে প্রচলিত।

উরস উৎসব উপলক্ষে প্রতিবছর প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ থেকে প্রতি ধর্ম বর্ম দেশ বাংলাদেশ থেকে প্রতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পুণ্যার্থীরা মেদিনীপুর শহরে আসেন এবং এই উৎসবে যোগদান করেন এই উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেন এবং এই ট্রেন অপর বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে প্রায় দুই সহস্রাধিক পুণ্যার্থীদের নিয়ে এপার বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে মেদিনীপুর শহরে প্রবেশ করেন প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সেই ১৯০৩ সাল থেকে। এই বিশেষ ট্রেন বাংলাদেশে রাজবাড়ি থেকে পুর্ণার্থীদের গিয়ে প্রত্যেক বছর এই মেদিনীপুর শহরে আসেন এবং উরস উৎসবে সামিল হন।

এই উরস উৎসব বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক গেল বন্ধনের সবচাইতে বড় নিদর্শন এর সুফী সাধনার প্রকৃত পরিচয়।

পাঠকের কলমে

মাহিনা বন্ধ কর

সরকারি স্তরের রাজকর্মচারীদের প্রতি মাসে মোটা টাকার মাহিনা দেওয়া হয়। সরকারি টাকা মানেই আমাদের জনসাধারণের টাকা। এই টাকার বদলে সরকারি কর্মীদের থাকে মানুষের স্বার্থে কাজ করা। কিন্তু তারা কি তা করে? হাতে গোনা কিছু কর্মী ছাড়া ফাঁকিবাজদের সংখ্যা বেশি, তাছাড়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্মী রয়েছে যারা মানুষের স্বার্থ–বিরোধী কাজ করে। যেমন পুলিশ। এ বিভাগের সমস্ত কর্মীদের মন্ত্রী ও তার পার্টির কথায় ওঠা বসা করতে হয়। এর সাথে আছে ডিএম, এসডিও, বিডিও জাতীয় বিভাগের কর্মীরা। আমার বক্তব্য এরা যখন মানুষের স্বার্থে কাজ তো দূরের কথা উল্টে স্বার্থ বিরোধী কাজ করতে বাধ্য হয়। তবে তাদের মানুষের কষ্টার্জিত করের টাকায় বেতন দেওয়া হবে কেন? শাসক দলের হাতে টাকার অভাব নেই, তাদের স্বার্থে যারা কাজ করে তখন তাদের পকেট থেকে মাহিনা দেওয়া হোক। মানুষের স্বার্থে যারা কজা করে না তাদের বেতন মানুষ কেন দেবে? এদের মাহিনার টাকা নেতাদের পকেট থেকেই দেওয়া হোক।

দুর্গাদাস সরকার, টালিগঞ্জ

নির্বাচন কমিশনারের বেতন বন্ধ করা

নির্বাচন কমিশনারের কাজ সুস্থ ভাবে নির্বাচন করা। এর জন্য তাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়। বাস্তবে তারা তা করে না। পার্টির বীরপুঙ্গবরা চুরি জোচ্চুরি, দাঙ্গা হাঙ্গামা করবেই। তাকে ঠেকানোর জন্যই তো নির্বাচন কমিশনারকে বিরাট অঙ্কের টাকায় পোষা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ সময় কমিশনার সাহেব তা করে না। এজন্য তার বেতন বন্ধ করা হোক।

নিমাই সাধু, বারাসত

পাঠকের নিজস্ব মতামত : সম্পাদক দায়ী নয়

বীরভূম

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ৫ই জুন সকালে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডের বইপত্র দোকানের সামনে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'। পোস্টারিং এবং পথসভা হয়। বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে প্লাস্টিক ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতনতা করার পাশাপাশি লিফলেট বিলি করা হয় বাসস্ট্যান্ডের দোকানগুলিতে। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য শিক্ষক শুভাশিস গড়াই,ড: দেবাশিস পাল, ২০১৭ সালে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে স্থানাধিকারী সৌরীন ব্যানার্জী। মাজিগ্রামে র‍্যালি এবং সচেতনতার মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। বিজেপি কিষানমোর্চা এবং রামপুরহাট মন্ডল কমিটির যৌথ উদ্যোগে রামপুরহাটে বৃক্ষরোপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা বিজেপি মহিলামোর্চা নেত্রী রেশ্মী দে।

দুর্ঘটনা ঘিরে অগ্নিগর্ভ সিউড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ই জুন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ডাক্তার দেখিয়ে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফেরার সময় সিউড়ি অরবিন্দপল্লীতে সরকারি বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় অন্তঃস্বত্তা রেহেনা বিবি (৩২) এবং তার নয় মাসের শিশুকন্যা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেহেনার স্বামী ফিরোজ শেখ। পেশায় সব্জী বিক্রেতা। বাড়ি কামালপুর গ্রামে। পালিয়ে যায় সরকারি বাসটির চালক ও খালাসি। এরপর উত্তেজিত জনতা বাসটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। বিআইটি কলেজের সামনে ৬০নং জাতীয় সড়কে তিনটি সরকারি বাসে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ভাঙচুর করে মারমুখী জনতা। তারমধ্যে একটি সরকারি বাসে আগুন লাগিয়ে দেয় উন্মত্ত জনতা। বন্ধ হয়ে যায় ৬০ নং জাতীয় সড়কে যান চলাচল। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুবিমল পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ৬০ নং জাতীয় সড়কে শুরু হয় যান চলাচল। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় চলে পুলিশি টহল।

গ্রেপ্তার টোটোচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাভপুর থানার মহগ্রামে শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে টোটোচালক মনসুর আলিকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ৭ই জুন ধৃতকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে চার দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পেট্রোল ডিজেল মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রামপুরহাট পাচঁমাথা মোড়ে গোরুর গাড়িতে চেপে অভিনব প্রতিবাদ দেখালো রামপুরহাট যুব কংগ্রেস। নেতৃত্বে ছিলেন রামপুরহাট বিধানসভা যুব কংগ্রেস সভাপতি।

উদ্ধার বিস্ফোরক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ই জুন মুরারই থানার বনরামপুর গ্রাম থেকে ২৭ হাজার ডিটোনেটর,ছয় হাজার জিলোটিন স্টিক উদ্ধার করলো পুলিশ। তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

সন্দেহে স্ত্রীকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এই সন্দেহে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে লাভপুর থানার গোপগ্রামে। মৃতের নাম বিউটি মন্ডল। স্বামী সদাই মন্ডলকে আটক করেছে পুলিশ।

আটক দুই বন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাভপুরের লঘাটা ব্রিজে ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেলো রাহুল মেটে (১৪)। বাড়ি কীর্নাহার। এই ঘটনায় রাহুলের দুই বন্ধুকে আটক করেছে লাভপুর থানার পুলিশ।

ট্রেনে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজগ্রাম স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হলো মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবকের। মৃতের নাম আনন্দ মুর্মু। বাড়ি ঝাড়খন্ডের পাথরঘাটা গ্রামে।

চোরকে গণপিটুনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজগ্রামের পশ্চিমবাজারের এক কীটনাশকের দোকানে মোবাইল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে জনতার গণপিটুনি খেলো এক চোর। মুরারই থানার পুলিশ চোরকে আটক করেছে।

বোমা ফেটে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাহিনা গ্রামে মাঠ থেকে গোরু আনার সময় বোমা ফেটে জখম হলো মল্লারপুর উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ভুবন লেট। রামপুরহাট জেলা স্বাস্থ্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিকে চার কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উচ্চমাধমিক মেধা তালিকার প্রথম দশে বীরভূম জেলার চার কৃতী স্থান অধিকার করেছে। পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে দুবরাজপুর সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্র রমিক দত্ত। প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৬। বাংলা –৮৮,ইংরাজি –৯০,পদার্থবিদ্যা –৯৯,রসায়ন –৯৯,গণিত –১০০,জীববিদ্যা –৯৮। বাবা মলয়রঞ্জন দত্ত জীবনবিমা কোম্পানির কর্মী। মা গৃহবধূ। বাড়ি দুবরাজপুর পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে। নয়জন গৃহশিক্ষক ছিলো। ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় রমিক। মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলো রমিক। অষ্টম স্থান অধিকার করলো কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্রী অনিশা মন্ডল। বাড়ি শিবগ্রামে। অনিশার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৩। বাংলা –৯৫, ইংরাজী –৯৪, ভূগোল –১০০,ইতিহাস – ৯৩,সংস্কৃত –৯৫,দর্শন – ৯৯। অধ্যাপিকা হতে চায় অনিশা। কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মানিকলাল দাস বলেন, 'গ্রামের বিদ্যালয় থেকে রাজ্যে স্থান পাওয়া গর্বের ব্যাপার'। কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে ২০১৭ মাধ্যমিকে দুইজন ছাত্র এবং ২০১৮ উচ্চমাধ্যমিকে একজন ছাত্রী রাজ্য মেধা তালিকার প্রথম দশে স্থান পেয়েছে। এই সাফল্যের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে কোটাসুর উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মানিকলাল দাস মোবাইলে বলেন, 'গ্রামের মানুষজনের সহযোগিতা এবং মাস্টারমশায়দের কৃতিত্ব এই সাফল্যের মূল কারণ'। সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে অনিশাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায় মহম্মদ গোলাম নবী রাজার নেতৃত্বাধীন এসএফআই বীরভূম জেলা কমিটি। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি দীনেশ কুন্ডু এবং তৃণমূল অঞ্চল যুব সভাপতি মেঘনাথ দাস অনিশাকে বাড়ীতে গিয়ে সংবর্ধনা দেন। দশম স্থান অধিকার করলো রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের দুই ছাত্র সায়ন কর্মকার এবং মহম্মদ চন্দন আলি। দুইজনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৪৮১। সায়নের বাবা তারকনাথ কর্মকার সোনা রুপোর দোকান করেন। বাড়ি রামপুরহাট পুরসভার আট নং ওয়ার্ডের কালিসাড়া মাঠপাড়া। মাধ্যমিকে ৬৬১ নম্বর পেয়েছিলো। বিজ্ঞানী হতে চায় সায়ন। চন্দনের বাবা মমরেজ আলি রামপুরহাট আদালতের গ্রুপ ডি কর্মী। আদি বাড়ি কবিরাজপুর গ্রামে। থাকে রামপুরহাট চাঁদমারি এলাকায়। দাদু দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করতে চায় চন্দন। রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রকাশ দে বলেন '২০০৮ সাল থেকে আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ধারাবাহিকভাবে এই ফলাফল করে আসছি'। সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে সায়ন এবং চন্দনকে সংবর্ধনা জানায় রামপুরহাট এসএফআই নেতৃত্ব। উচ্চমাধমিকের ফলাফলে স্বভাবতই খুশির হাওয়া বীরভূম জেলাজুড়ে।

কেঁদো দ্বীপে ট্রলারডুবি, নিখোঁজ মৎস্যজীবী

মেহেবুব গাজী, কাকদ্বীপ: গত বুধবার সন্ধ্যায় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় ঝড়বৃষ্টি তে ঢেউয়ের তোড়ে একটি ট্রলার ডুবে নিখোঁজ ১০ জন মৎস্যজীবী। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমা বঙ্গোপসাগরের কেঁদো দ্বীপ দক্ষিণ এলাকায়। সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, ১৩ জুন মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপের প্রায় দশটি ট্রলার। কিন্তু মাছ ধরার আগেই ঘটল বিপত্তি। ১৩ জুন রাতে পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার সংলগ্ন কেঁদো দ্বীপের কাছে ঝোড়ো হাওয়ায় উল্টে গেল একটি ট্রলার। আশেপাশের ট্রলার গুলি এসে ডুবে যাওয়া ট্রলার থেকে ৬ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করলেও, এখনও পর্যন্ত ১০ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছেন বলে, জানা যায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, পাথরপ্রতিমার সীতারামপুর থেকে এফবি কন্যামাতা নামক একটি ট্রলার মাছ ধরতে মাঝ সমুদ্রে পাড়ি দেয়। ১৩ জুন রাতে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় ট্রলারটি হঠাৎই উল্টে যায়। এরপরই প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি নজরে আসে। কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজয় মাইতি জানান, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যে ট্রলারগুলি মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরতে পাড়ি দিয়েছে, সেই ট্রলারগুলির নামের তালিকা ডিএম মেরিন ও কাকদ্বীপের এসডিও সাহেবকে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কন্যামাতা ট্রলারের মালিক হীরালাল দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় ৬ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা গেলেও, এখনও পর্যন্ত ১০ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের উদ্ধারের জন্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও স্থানীয় ট্রলারগুলি সমুদ্রে তল্লাশি শুরু করেছে।' নিখোঁজ মৎস্যজীবীরা হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়।

এডিএফ মেরিন সুরজিত বাগ জানান, ' সবাই অতিরিক্ত মাছ পাওয়ার আশায় ব্যান্ড পিরিয়ড শেষ হওয়ার আগেই গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তবে এই ঘটনায় সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও না জানিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল এবং এর পাশাপাশি মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাস্থলে কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে হেলিকপ্টার এমনকি কোস্ট গার্ডের স্পিড বোট, জাহাজ উদ্ধারকার্য চালাচ্ছে। এমনকি এর পাশাপাশি বেশ কিছু ট্রলার ও ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে উদ্ধারকার্যে। ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের নামের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নিখোঁজ ১০ মৎস্যজীবীরা হলেন, অর্জুন দাস (২৪), প্রসেনজিত দাস (১৯), বাড়ি হরিপুর কোলে পাড়া, সুরজিত দাস (৩৭), বাড়ি কৈলাশ নগর, নিরঞ্জন দাস (৫৮), বাড়ি শিবপুর অক্ষয়নগর, মদন দাস (৬৪), রবিসেন দাস (৩০), বসুদেব দাস (৪৯), বাড়ি মাইতির চক, কৃষ্ণ দাস (৫৫), বাড়ি দাসের চক, গোপী বিশ্বাস, বাড়ি ত্রিলকচন্দ্রপুর, ঝন্টু বিশ্বাস, (২৭), বাড়ি পশ্চিম গঙ্গাধরপুর। তবে নিখোঁজ ১০ মৎস্যজীবী হলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার বাসিন্দা।

প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কের জীবনাবসান

মলয় সুর : চন্দননগরের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক কলম মুখার্জীর জীবনাবসান হল। বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর বাড়ি চন্দননগর সাবিনাড়া এলাকায়।তিনি চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। তৎকালীন বাম আমলে ১৯৯৬ সালে সিপিএমের সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও ২০০১ সালে বামফ্রন্টের ডাকসাইটে নেতা রতন দাশগুপ্তকে পরাজিত করেন। এই ফরাসি শহরে বিধানসভার দু'বারের কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। কমলবাবু অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। সাইকেল নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াতেন। বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে এলাকার মানুষের কাছে অতি পরিচিত মুখ ছিলেন। গত ১৩ জুন বুধবার মৃত্যু সংবাদ পেয়েই তাঁর বাসভবনে গিয়ে মরদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন অনেকেই।

জেটি ভাঙল লট ৮–এ

অরিজিত মন্ডল, কাকদ্বীপ: জেটি ভেঙে বিপত্তি ঘটল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮–এর খেয়াঘাটে। বৃহস্পতিবার দিন সকাল দশটা নাগাদ ৪ নম্বর জেটির একটি সকেট ভেঙে যায়। যদিও ওই সময় জেটি ঘাটে কোনও যাত্রী না থাকায়, বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে মুড়িগঙ্গা নদীতে ভেসেল চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান কাকদ্বীপের বিডিও পার্থ বন্দোপাধ্যায়, কাকদ্বীপ সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও ভূতল পরিবহণের প্রতিনিধিরা। আপাতত ৪ নম্বর জেটি থেকে ভেসেল চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ১ নম্বর জেটি থেকে যাত্রী পারাপার করা হচ্ছে। কাকদ্বীপ প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, ২ দিন ৪ নম্বর জেটি থেকে ভেসেল চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি ভিত্তিক মেরামতের কাজ করা হবে।

বিজেপি প্রার্থীদের সম্বর্ধনা দিলেন দিলিপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে যে সমস্ত বিজেপি প্রার্থীরা ভোটের ময়দানে লড়াইয়ে নেমেছিলেন, সকলকেই এক মঞ্চ থেকে সম্বর্ধনা দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলিপ ঘোষ। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের রবীন্দ্র ভবনে এই জেলার ও পূর্ব জেলার সমস্ত বিজেপি প্রার্থীদের সম্মান জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে দীলিপবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা দেবশ্রী চৌধুরী, জেলার সভাপতি ত্রিদিব মণ্ডল সহ জেলা ও রাজ্য স্তরের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তবে শুধু মাত্র জয়ী প্রার্থী নয়, এবারের পঞ্চায়েত ভোটে যে সমস্ত বিজেপি প্রার্থীরা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ল।াই করেছেন, সেই সমস্ত প্রার্থীদেরও এদিন সম্বর্ধনা দেওযা় হয়। তবে এক্ষেত্রে সব জায়গার জয়ী প্রার্থীরা সম্বর্ধনা পেলেও, এদিন সকল বিজেপি প্রার্থীদেরকেই সম্মান দেওযা় হয়, তাঁদের ল।াকু মানসিকতার জন্য। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, এবারের পঞ্চায়েত ভোট যেভাবে হয়েছে, তাতে ৩৮ হাজার প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওযা় গিয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের বাধা, বিপত্তি ও সন্ত্রাস অতিক্রম করে ৩০ হাজার প্রার্থী নির্বাচনে ল।াই করেছেন। তার মধ্যে ৬ হাজারের মত প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। যদি নির্বাচন শান্তি ও সুস্থ পথে হত, তাহলে এই জয়ী প্রার্থীদের তালিকা দ্বিগুণ হত।' তিনি আরও বলেন, রাজ্যে এখন প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপি। তৃণমূল এই দলকে দেখে ভয় পেয়েছে। তাই পুলিশ ও প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছে।' তবে এদিন তিনি বিজেপি কর্মীদের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়ারও বার্তা দেন।

ভুগছেন টিটি'রা

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি অন লাইনে টিকিট বুকিং, ভ্রাম্যমাণ টিকেটিং, এটিভিএম এবং কোটিভিএম পরিষেবাগুলি চালুকরণের মাধ্যমে যাত্রী সাধারণের যেমন সুবিধা হয়েছে যথেষ্ট, তেমনই রেলেরও আয় বৃদ্ধি হয়েছে।' তবে রেলের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেলেও টিকিট পরীক্ষকদের দুর্ভোগের অন্ত নেই, এমনটাই অভিমত এই আধিকারিকের। তাঁর মতে, চলন্ত ট্রেনে টিকিট চেকিংয়ের সময় অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। তাদের হেনস্থা করা, মারধর করা ছাড়াও চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। যেন টিকিট পরীক্ষা করা একটা অপরাধ।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের এপ্রিলের এরকমই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন তিনি। বারুইপুরের ঘটনায় সেদিনের সেই আহত টিকিট পরীক্ষক হৃষিকেশ হালদার বহু চিকিৎসার পরেও আজও প্রতিবন্ধী অবস্থায় আছেন। এছাড়া বর্তমানে চলন্ত গাড়িতে টিকিট চেকিং করার সময় নিরাপত্তা রক্ষী বা আরপিএফদের আর পাওয়া যায় না। এ কারণে টিকিট পরীক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। পাশাপাশি অপ্রতুল চেকিং স্টাফ থাকার কারণে ঠিকমতো টিকিট পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক বিনা টিকিটের যাত্রী এই সুযোগে চলে যাচ্ছে। এর ফলে রেলের রাজস্বেরও ঘাটতি হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, সমরবাবু বলেন, 'আগের তুলনায় এখন অনেক উন্নতি হয়েছে।' তবে আগামী দিনে শিয়ালদহে মেট্রো সংযুক্ত হলে যাত্রী সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে । তাতে ধাক্কাধাক্কির সমস্যা বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তবে সাবওয়ের মাধ্যমে নর্থ, মেন–এর সঙ্গে সাউথ সেকশনের সংযোগ অথবা ফুটওভার ব্রিজ করলে এই সমস্যার অনেকাংশে সুরাহা হতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগী দেখেন ফার্মাসিস্ট

প্রথম পাতার পর

ফলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে একশ্রেণীর চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যেই একটা গাছাড়া মনোভাব ফের জেগে উঠল।

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ২ নং ব্লকের সিঙ্গি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কয়েক বছর যাবৎ কোনও চিকিৎসক নেই। এখানে চিকিৎসকের অবর্তমানে রোগী দেখেন ফার্মাসিস্ট তপন আলু। রাজ্য সরকারের বহু লক্ষ টাকায় সিঙ্গি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একাধিক ঝাঁ চকচকে ভবন তৈরি হলেও সুচিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হাজার হাজার বাসিন্দা। সিঙ্গি সহ ওকড়সা, আমুল, ঘুমুরিয়া, পাঁচপাড়া, মালঞ্চা, পোস্টগ্রাম, শ্রীবাটি, মুলটি, ছোট মেইগাছি, বড় মেইগাছি প্রভৃতি গ্রামের লক্ষাধিক বাসিন্দার প্রাথমিক চিকিৎসার একমাত্র ভরসার জায়গা এই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র। রবিবার বাদে সপ্তাহের ছ'দিন ফার্মাসিস্টই একটা নির্দিষ্ট সময়ে রোগী দেখে ওষুধপাতি দেন। এই বেহাল চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা কার্যত ফুঁসছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সিঙ্গি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বছরের পর বছর ধরে কোনও ডাক্তার নেই। অথচ এখানে সবসময় একজন ডাক্তার থাকার কথা ছিল। ডাক্তারের অভাবে এখানে ফার্মাসিস্ট রোগী দেখেন। নয়তো রেফার করে দেন কাটোয়ায়। সিঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা মিঠুন ভট্টাচার্য বলেন, আমরা এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তারের দাবিতে কাটোয়া মহকুমা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তপন আলু বলেন, এখানে অনেকদিন ধরেই চিকিৎসক নেই। কিন্তু রোগীর চাপ রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে আমিই রোগী দেখি। তবে, আমি শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসার পরিষেবাটুকুই দিয়ে থাকি। এই ব্লকের অগ্রদ্বীপ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও চিকিৎসকের অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত তলানিতে। অথচ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর অগ্রদ্বীপ সহ গাজিপুর, ছোট কুলগাছি, বড় কুলগাছি, দেয়াসীন, শুয়াগাছি, গড়াগাছা, বহড়া, নতুনগ্রাম প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকার লক্ষাধিক বাসিন্দাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ভরসা করতে হয়।

এমন পরিস্থিতিতে এসব এলাকায় বিভিন্ন ওষুধের দোকানে বাইরে থেকে চিকিৎসকগণ এসে রোগী দেখছেন। এই চিকিৎসকগণের মধ্যে বিশেষজ্ঞ যেমন আছেন পাশাপাশি হাতুড়েও আছেন। এমনকি, সিঙ্গি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট তপন আলু যিনি আগে অগ্রদ্বীপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট ছিলেন সেই তিনিও এলাকায় চুটিয়ে রোগী দেখছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তপনবাবু অগ্রদ্বীপ আর এস এলাকায় হাসপাতাল রোডে একটি ওষুধের দোকানে ফি নিয়ে সকাল–সন্ধ্যা প্রচুর রোগী দেখেন এবং প্রেসক্রিপশনও করেন। ওই প্রেসক্রিপশনে তপন আলু নিজের নামটি উল্লেখ না করলেও ফোন নম্বরটি রেখেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই চিকিৎসা করে ব্যাপক পসার জমানোয় তাঁর প্রতিপত্তিও নাকি বেড়েছে। এবিষয়ে তপন আলু ১৪ মার্চ বিকেলে (তাঁর লেখা একটি প্রেসক্রিপশনে উল্লিখিত মোবাইল নম্বর) মোবাইল ফোনে বলেন, আমি এলাকাবাসীর সুবিধার্থে অগ্রদ্বীপে একটি ওষুধের দোকানে রোগী দেখি। তবে, তা সাধারণত ছোটখাটো অসুখের চিকিৎসা কিংবা ড্রেসিং করার জন্য। এর বেশি কিছু নয়।

কাটোয়ার মহকুমা শাসক সৌমেন পাল এদিন বলেন, সিঙ্গি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক নিয়োগের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছে। তবে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন ফার্মাসিস্ট রোগী দেখছেন এটাও ঠিক নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুম্বই থেকে পাচার হওয়া দিদিকে উদ্ধার করল বোন

প্রথম পাতার পর

দুজন পুরুষ পাচারকারীর সাথে নিজের দিদিকে দেখে মুহুর্তে কেঁদে ফেলে বোন রীনা। দিদিকে যে পাচারকারীদের খপ্পর থেকে এই ভাবে উদ্ধার করতে পারবে তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি ওই যুবতী। ফলে পাচারকারীদের ধরতে পেরে এবং নিজের দিদিকে উদ্ধার করতে পেরে আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

পাচারকারীদের কে গ্রামের বাড়িতে এনে চলে ব্যাপক মারধর,অবশেষে ক্যানিং থানায় যোগাযোগ করে মূল পাণ্ডা সহ দুই নারী পাচারকারীকে ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন ওই মহিলার বাড়ির লোকজন। এ বিষয়ে সোমবার রাতে ক্যানিং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ছাত্তার মোল্লা। অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

এদিকে কাকতালীয় ভাবে বাড়িতে ফিরতে পেরে নিজের বোনকে বুকে জড়িয়ে ধরে সেরিনা বলেন, পুলিশের কাজ অনেকটা হালকা করে দিল আমার বোন।আশা করি এবার নারীপাচারকারীর মূল শিকড় উপড়ে ফেলে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেবে।

সামনেই ইদ দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর পর মেয়ে কে কাছে পেয়ে আবুছাত্তার বলেন, আল্লা যে এই ভাবে দোয়া করবেন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি,আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঈদের আগে বাড়ির মেয়ে বাড়িতে ফেরায় জমে উঠেছে খুশির ঈদ।

দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রায় একমাস উপবাস থেকে রোজা করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন দীর্ঘ একমাস রোজা রাখার মধ্যে ২৭ তম রোজাটি অন্যতম,আর মঙ্গলবার সেই অন্যতম রোজার উপবাস রেখে প্রায় ৫০ জন দুঃস্থ বিধবা মহিলাদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ের দাঁ।য়ি গ্রামপঞ্চায়েতের নারায়ণগ।রে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।সংস্থার কর্ণধার বলেন প্রতি বছর আমরা আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করে থাকি। আগামী বছর যাতে করে আমরা আরো বেশীসংখ্যক দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁ।য়ে সাহায্য করতে পারি সেই চেষ্টা করবো।

পদবি পরিবর্তন

আমি মমতা শাসমল গত ১.৫.২০১৮ তারিখে ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট চন্দননগরে এফিডেভিটে শ্রীমতি মমতা চৌধুরী ও স্বামী নির্মল চৌধুরী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। ভদ্রেশ্বর, ৩৩ নম্বর ডাক্তার লাল মোহন পাল লেন, পোস্ট ও থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলি।

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক ২০১৮–২০১৯ বৎসরের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা শিশু সেবা প্রকল্পের খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করণ এবং প্রকল্প গুদাম হইতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে দ্রব্য পৌঁছাইবার নিমিত্ত টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ফর্ম পাইবার সময় অবশ্যই এই কাজের অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দাখিল করিতে হইবে। আবেদনের ভিত্তিতে টেন্ডার ফর্ম ও টেন্ডারের অন্যান্য শর্তাবলীর বিশদ বিবরণ উপরোক্ত প্রকল্প হইতে ২৫/০৬/২০১৮ থেকে ০৪/০৭/২০১৮ তারিখ অবধি সকল কর্ম দিবসে বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। টেন্ডার জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ০৫/০৭/২০১৮ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং ওই দিন বেলা ২টায় টেন্ডার খোলা হইবে।

বিশ্বরূপ দাস
চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার
নামখানা আই, সি, ডি, এস প্রোজেক্ট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

Memo No. 131/ICD/NAM Dated 12/6/18

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল দঃ ২৪ পরগনা জেলা নিবাসী কৃষক ভাই ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিবর্গকে জানানো যাচ্ছে যে প্রতি বছরের ন্যায় এই আর্থিক বছরেও (আর্থিক বছর ২০১৮–১৯) জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদিত শস্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাত করণের উদ্দেশ্যে 'আমার ফসল আমার গোলা', 'আমার ফসল আমার গাড়ি' এবং 'আমার ধান আমার চাতাল' প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে।

এই মর্মে আরো জানানো যাচ্ছে যে, ইচ্ছুক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, কৃষিকার্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গ, গোষ্ঠীসমূহ জেলা অফিস থেকে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশদে সংগ্রহ করতে পারেন। আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা করা যাবে ব্লক সহ–কৃষি অধিকর্তার করণ থেকে। সংগৃহীত আবেদনপত্রগুলি সুবিবেচনার নিরিখে নির্বাচিত আবেদনকারীগণকে কৃষি বিপণন দপ্তরের জেলা আধিকারীকের থেকে কাজ শুরুর সম্মতিপত্র গ্রহনের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্পের কাজের সন্তোষজনক সমাপ্তির পর উক্ত প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ভর্তুকি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হবে।

অফিসের নাম	অফিসের ঠিকানা	যোগাযোগ নম্বর
১। কৃষিজ বিপনন আধিকারীক (প্রশাসনিক) দঃ ২৪ পরগনা	পি–৫, সি–আই–টি রোড, এল–ভি–স্কীম, ষষ্ঠ–তল, কলিকাতা–১৪	২২৬৫–১৮০৭ ৯৪৩৩০–৮৬২৭৭ ৮৬৯৭৪৪৩৩৭৫

১০৯৪/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১৩.৬.২০১৮

মহানগরে

পানীয় জলের গাড়ি অপ্রতুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার সংযুক্ত এলাকার প্রতিটি বরোতে (বরো নম্বর : ১১–১৬) পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের গাড়ি ব্যবস্থা সম্পর্কে পুর জল সরবরাহ দফতরের মেয়র পারিষদ মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, কলকাতার পাঁচটি জায়গা থেকে ট্যাঙ্কারে করে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়া, ব্যক্তি বিশেষে নিজ প্রয়োজনে, মিটিং–মিছিল, সামাজিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ট্যাঙ্ক বাহিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ট্যাঙ্কার বাহিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রায় ১৬টি বরোতেই রয়েছে। গাড়ি করে জল সরবরাহ এখনও সব বরোতে গড়ে উঠেনি। পুর বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক চয়নবাবু বলেন, বরো ১১তে জলের গাড়ির ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। সাধারণের প্রয়োজনের জন্য এই গরমেও জলের গাড়ি চেয়েও তা না পাওয়ায় আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে। ঠিক ঠিক কোন কোন জায়গায় যেখানে জলের গাড়ির খুবই প্রয়োজন। তার একটি বিশদ তালিকা জল দফতরে দেওয়ার জন্য আবশ্যিকভাবে জানান। কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আর কী কী ব্যবস্থা যেতে পারে তার তালিকা জমা দিন।

রাজ্যের তিন পর্ষদ–সংসদের মতো সামঞ্জস্যহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি মাসের প্রথম আট দিনে রাজ্যের পড়ুয়াদের শিক্ষা ব্যবস্থার তিন পর্ষদ–সংসদের চলতি ২০১৮–র ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হল এবং এরই সঙ্গে পরম্পরা মেনে ২০১৯–এর ফাইনালে পরীক্ষা সময়সূচিত ঘোষিত হল। কিন্তু ওই সময়সূচি ঘোষণায় তিন পর্ষদ–সংসদ তিন ভিন্ন রকম ঘটনা ঘটালো। একই রাজ্যে অবস্থান করে। ১ জুন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শেখ আবুতাহের কামরুদ্দিন আগামী ২০১৯–এর ফাইনাল পরীক্ষার অস্থায়ী কর্মসূচি হিসাবে ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি দিনের কথা কথা জানিয়ে বলেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যে আপনাদের ২০১৯–এর ফাইনাল পরীক্ষার চূড়ান্ত সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে আবার গত ৮ জুন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভানেত্রী অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাস আগামী বছরের ফাইনাল পরীক্ষার চূড়ান্ত সময়সূচি হিসাবে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ ঘোষণা করেন। তবে সাংবাদিকদের কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিলেন না। প্রসঙ্গত রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষাও চলতে থাকে, দুপুর দু'টো থেকে।

এদিকে আবার পাশের বাড়ি থেকেই গত ৬ জুন পশ্চিম মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ২০১৮–র মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার শেষে ২০১৯–র মাধ্যমিক পরীক্ষার চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি সাংবাদিক হাতে তুলে দেন। পরীক্ষা শুরু ১২ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ শুক্রবার। তাহলে কী দাঁড়ালো, রাজ্য এক, শিক্ষামন্ত্রীও এক। কিন্তু পর্ষদ–সংসদ সামঞ্জস্যহীন।

রানিয়া পাম্পিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি বর্ষায় দক্ষিণ কলকাতার প্রান্ত স্থিত আনন্দশ্রী, পূর্ব পুটিয়ারি, বাঁশদ্রোণী গর্ভনমেন্ট কলোনি সংলগ্ন অঞ্চলে বানভাসি অবস্থা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে কেইআইআইপি'র নিকাশি প্রকল্পে 'রানিয়া ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনে'র পুনর্নির্মাণের কাজ আগামী ১৮ জুন থেকে শুরু হবে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ওখানকার একটি পুরনো পাম্পিং স্টেশনকে অধিগ্রহণ করে একটি নতুন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পিং স্টেশন প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু হবে। পুর বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক চয়নবাবুর প্রশ্ন নতুন রূপে পাম্পিং স্টেশনটি গড়তে গিয়ে কোনও জমি অধিগ্রহণ কী করতে হচ্ছে। মহানাগরিকের বক্তব্য, যতো দূর জানি, নতুন জমি অধিগ্রহণ কোনও বিষয় এখানে নেই।

৯ এবং ১০ জুন ২০১৮–য় হার্টঅ্যাটাক নিয়ে সোসাইটি অফ কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক ডা. পিকে হাজরা, সংগঠনের সভাপতি ডা. মনোতোষ পাঁজা সহ ডা. প্রকাশ মণ্ডল এবং ডা. সরোজ মণ্ডল তাঁরা বলেন ইদানিং হার্টঅ্যাটাকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ধূমপান, ডায়াবেটিস এবং চিন্তার কারণে। তবে মানুষকে সচেতন হতে হবে আরও। নতুন নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার হচ্ছে হার্টঅ্যাটাক থেকে বাঁচবার জন্য। তবে সাধারণ মানুষকে সেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

দেশ–দেশান্তরে

রাজ্য তকমা চাই, তাহলেই সমর্থন

নিজস্ব প্রতিনিধি : লেফটেনান্ট গভর্নর, উপ–রাজ্যপাল, আমলা সকলের সঙ্গেই শত্রুতা। পদে পদে বাধা। প্রতিবাদে অনশনে মুখ্যমন্ত্রী। এই হল দিল্লির কেজরি শাসন। রাজনীতিতেও আদর্শহীন ঝাড়ুবাহিনী। কখনও গালাগালি আবার কখনও গলাগলি। এবার সরাসরি দর কষাকষিতে নেমে পড়েছেন এক সময়ের আন্না সঙ্গী আদর্শবাদী যুবক কেজরি। এবার দিল্লির জন্য কিনতে বেরিয়েছেন পূর্ণ রাজ্যের তকমা। বিনিময়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দিতে চান সমর্থন। টোপ দিয়েছেন বিজেপিকে। পূর্ণ তকমা না পেলে নাকি দিল্লিতে নির্বাচিত সরকারের কোনও মানেই হয় না। অর্থাৎ আদর্শ নয়, বিজেপি বা কংগ্রেসে কোন ছুতমার্গ নেই তাঁর। শুধু চাই নিজের কর্তৃত্ব।

নীরব, মাল্যকে দেশে আনার চেষ্টা ?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রিটিশ আমলে ধনী ভারতীয়রা উচ্চশিক্ষার জন্য পয়সা খরচ করে বিলেত যেতেন। ফিরে এসে গর্ব করে বলতেন 'বিলেত ফেরত'। এই তকমায় সামাজিক সম্মান বেড়ে যেত অনেকখানি। স্বাধীনতার পর বদলেছে পরিস্থিতি। এখন ভারতের আত্মসাৎকারীদের ঠাঁই হয়েছে বিলেত। তবে এবার সম্ভবত সেই ঠাঁই ভাঙতে চলেছে ভারত সরকারের নাছোড়বান্দা মনোভাবে। ব্রিটেন সরকার স্বীকার করেছে ব্রিটেনে নীরবের অবস্থান। ব্রিটেনের সন্ত্রাসদমন বিষয়ক মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছে নীরব, মাল্যদের ফেরানোয় সহযোগিতা করবেন। প্রত্যার্পণ চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যে। ইন্টারপোলের কাছে কর্নার নোটিশ জারির অনুরোধও করা হচ্ছে। সত্যিই যদি এইসব অপরাধীদের টেনে আনা যায়। তাহলে বিলেত ফেরত নীরব–বিজয় হয়ে উঠতে পারে আগামী নির্বাচনে বিজেপির হাতিয়ার। আশায় দিন গুনছে ভারতবাসী।

জমি জটে বাংলার রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোয়াপাড়া–বারাসত, নোয়াপাড়া–ব্যারাকপুর, নিউ গড়িয়া–বারুইপুর, করুণাময়ী–কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো। সঙ্গে তারকেশ্বর–বিষ্ণুপুর ৮৯ কিলোমিটার রেল লাইন। এসবই পাওয়ার কথা ছিল বাংলার। কিন্তু জমি জটে সব প্রকল্প এখন গেরোয় বাঁধা। গেরো খোলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের যাদের নীতি জোর করে জমি নয়। সরকারি প্রকল্পেও নয়। অতএব অন্য রাজ্যে যখন চলবে হাইস্পিড রেল, বাড়বে রেলের লাইন তখন বাংলার ধুঁকবে। এও এক বিপ্লব বটে!

কত কথা রয়ে গেল বাকি, ভালো থেকো কাকু

জয়ন্ত চৌধুরী

চোখের পাতা ভিজে আসছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা আগে পড়ে লিখব থৈ পাচ্ছি না। কত কথা, কত স্মৃতি, ব্যথা, যন্ত্রণা, তৃপ্তি আজ মন আর মস্তিষ্ককে মেঘাচ্ছন্ন করে দিতে চাইছে। সেই ছোট বেলায় জ্ঞান হতে আমরা পাঁচ ভাইবোন মা ঠাকুমা এরপর কাকিমা (ছোট মা) আর ভাই নিয়ে আমাদের চৌধুরী পরিবার। ফরিদপুর থেকে একদা ছিন্নমূল হয়ে আসা এই সংসারে মাঝে মধ্যে নানা আত্মীয় স্বজনের আনা গোনা দেখেছি। কাকু ছোটমার কঠোর শাসন দিদুর প্রশ্রয় পথচলা, বেড়ে ওঠা শৈশব কৈশোরের দিনগুলিতে।

বাড়িতে বইয়ের আলমারিতে নানা বিষয়ে ইংরাজি বাংলা বইয়ের ভিড়। আকাশবাণীর প্রভাতী আর সন্ধ্যা সংবাদ মাঝে মধ্যে বেতারের রবীন্দ্রসংগীত। বাবা বড্ড অসময়ে অকালে প্রাণ হারানোর যন্ত্রণা, স্মৃতি দাদা দিদিদের থাকলেও কনিষ্ঠ হওয়ার কারণে সে অর্থে পিতৃস্মৃতি কিছু নেই।

কাকুকে বেশিরভাগ সময়ই বইয়ে মগ্ন থাকতে দেখেছি। একটু উঁচু ক্লাসে উঠে বুঝতে শিখলাম কাকু ছোটমার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির বাইরেও অন্য জগৎ ছিল। মুক্তি যুদ্ধের স্মৃতি আমার মনে না থাকলেও মা মনে করিয়ে দিতেন সেই সময় কাকুর ব্যস্ততার কথা। ভিতরে ভিতরে বেশ গর্ব হতো আমার কাকু দেশের কাজ করছে সবাই চেনে এই ভেবে। ১৯৯৩–তে দিদু চলে গেল আমার চোখের সামনে। আমরা ভাই বোনেরা চোখের জলে ভেসে ছিলাম। গত বছর মা চলে গেলেন আমার চোখের সামনে। দিদি জামাইবাবু নাতি নাতনীদের রেখে। সেই বিয়োগ যন্ত্রণার মধ্যেই আমাদের পিতৃতুল্য কাকু আবারও অনাথ করে যেন বড় অভিমানে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন বড়দি, ছোটমা আর আমার চোখের সামনে রুবি হাসপাতালের আইসিইউ–র ২০৯৫ নম্বর বেডে। সেই সন্ধ্যায় সারা কলকাতা প্রবল বজ্র বিদ্যুৎ আর বৃষ্টিতে স্নান করেছিল। অসুস্থ অবস্থায় আমার মা আমাদের বলেছিলেন যে আমি চলে গেলে তোদের কাকু ছোটমার ভালোমন্দের দিকে সর্বদা নজর রাখিস। এত চেষ্টা শ্রদ্ধা দায়িত্ব আর ভালবাসা দিয়েও কাকুকে আটকে রাখা গেল না। ভাইপো ভাইঝিদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তা আমি অন্তত বিশেষ দেখিনি। আজ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা থেকে কাকু মুক্তি পেয়ে পঞ্চভূতে লীন। শেষের কয়দিন রাজনীতির আপডেট প্রিয়ম, বড়দিদি ও আমার কাছ থেকে নিতেন। খোঁজ রাখতেন আলিপুর বার্তার নানা ব্যাপারে। মান অভিমান বিবাদ ভালবাসার এক অদ্ভুত রসায়ণ গড়ে উঠেছিল কাকু প্রণবদা আর আমারময় মধ্যে। বহু কথা বাকি রয়ে গেল, কাকু বাংলা দেশে দেশপ্রেম দিবস ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের খবরে দৃশ্যত খুশি হয়েছিলেন। শেষ সাক্ষাতের আগের দিন প্রিয়ম ও আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন একটা অবিচুয়ারি (শোকসংবাদ) লিখে রাখতে আর ছবিটা ছোটমার থেকে নিতে। জরিয়ে ধরে আমরা বলেছিলাম এসব কী বলছ? আরো দশবছর অন্ততঃ সুস্থ থাকতে হবে। অনেক বইপত্র তোমাকে আমাকে লিখতে হবে। প্রিয়ম বলেছিল দাদু তুমি বলবে দরকারে আমি লিখে নেব। কত কথা রয়ে গেল বাকি। এ জীবনের মতো। যেখানে থাকো ভালো থেকো আর আশীর্বাদ করো যেন তোমার মতো আমরা সৎপথে থেকে বলিষ্ঠ ভাবে সত্য কথা বলে যেতে পারি সারাজীবন।

স্ত্রীর সঙ্গে মৈত্রেয়ী সম্মান হাতে প্রয়াত ড. চৌধুরি

আমরা ঘর হারালাম

ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা

অধ্যাপক ড. অমিয় চৌধুরীকে আমি প্রথম দেখি ওঁর গলফ গ্রিনের বাড়িতে। সেবার আমি, ওঁর ভাইপো আমাদের বন্ধু ড. জয়ন্ত চৌধুরী এবং প্রণব দা (গুহ) গেছিলাম। আলিপুর বার্তা পত্রিকা তখন নবরূপে বেরনোর তোড়জোড় চলছে। অমিয় বাবুর মতো মানুষকে আলিপুর বার্তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে ভালো হবে, এই প্রস্তাব নিয়ে আমরা গেছিলাম। অমিয়বাবু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, নির্বাচনের বিশ্লেষক। তাঁর বিশ্লেষণের আলাদা গুরুত্ব আছে। সেই সময় বামফ্রন্ট জমানা। অধিকাংশ মানুষ বামফ্রন্টের পক্ষে। কিন্তু ড. চৌধুরীকে দেখেছি একটা নিরপেক্ষতা বজায় রাখছেন। কোনওভাবেই অকারণ শাসকদলের হয়ে কথা বলা নয়, বরং বিরোধীরা রাষ্ট্র পরিচালনায় কিভাবে অবহেলিত হচ্ছেন তা সাহস করে, জোর গলায় টিভির পর্দায় নিয়মিত বলছেন। সেই কারণেই হয়তো তখন গোটা পশ্চিমবঙ্গ ড. অমিয় চৌধুরীকে চিনে গেছিল। হাতে গোনা যে কয়েকটা মানুষ তখন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারতেন, ড. চৌধুরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একটা নিরপেক্ষ সংবাদপত্রে এইধরনের মানুষের অনেক কদর। তাই তাঁর কাছে যাওয়া।

এহেন মানুষটার সামনে বসে আমরা খোশ মেজাজে কত কথা বলেছি। আর তিনি সেটা মন দিয়ে শুনছেন। প্রথম দিনই আমরা একে অপরের অনুরাগী হয়ে গেছিলাম। সেদিন থেকেই আমরা তাঁকে কাকু বলতাম। জয়ন্তকে তো ভালবাসতেনই, প্রথমদিন থেকে আমাকে এবং প্রণবদাকেও খুব স্নেহ করতেন। জয়ন্তর সুবাদে পরবর্তীকালে এই মানুষটাই 'আলিপুর বার্তা' পরিবারের সবার কাকু হন। এবং সবার অত্যন্ত আপন মানুষ হন।

একটা –স্নেহপরায়ণতা, আভিজাত্যর গুণে তিনি সবার প্রিয় হয় উঠেছিলেন। আমাদের প্রস্তাবে উনি আলিপুর বার্তায় লিখতে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমাকে কিন্তু লিখিয়ে নিতে হবে। আমার একটু আলসেমি আছে, চাপ দিয়ে লেখা আদায় করা তোমাদের কাজ।' আমাদের সামনে ব্যাকব্রাশ করা এক মাথা চুলের সৌম্যকান্তি চেহারার সেই শিক্ষক বলছেন, 'কোথাও যদি মনে হয়, আমার লেখায় সংশোধন দরকার তো –তোমরা করবে।' এই উদারতা আমাদের অবাক করেছিল। আলিপুর বার্তা পত্রিকায় উত্তর–সম্পাদকীয় পাতায় নিয়মিত লেখা শুরু হল তাঁর। ভারতবর্ষের রাজনীতি তখন উত্তাল। ত্রিশঙ্কু সরকার গড়ছে আর ভাঙছে। কি সুন্দর বিশ্লেষণ করতেন সেই অবস্থার। আমরা যত্ন করে সেইসব লেখার 'লে–আউট' করতাম, লেখার সঙ্গে ছবি –যেত। পাঠক–লেখক উভয়ই খুশি হতেন।

সবাই তাকিয়ে থাকতেন, তাঁর লেখা পড়ার জন্য। শিক্ষক ছিলেন, তাই বিশ্লেষণগুলি বেশি তাত্ত্বিক হয়ে গেলে বলতাম, 'কাকু, আমাদের পত্রিকার পাঠক বেশিরভাগ গ্রাম–বাংলার সাধারণ মানুষ, একটু সহজ করে লেখা যায়?' অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বলতেন, 'এত বিনীত হয়ে বলছ কেন? তোমাদের কথা তো ঠিক। পরেরবার থেকে তাই করব।'

সেটাই করতেন। ঝরঝরে ভাষায় লিখতেন। আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত লেখাগুলি নিয়ে একটি সঙ্কলনের কথা বলছিলাম। সেই সঙ্কলন বেরিয়েছিল। বেশ বিক্রি হয়েছিল বইটা। বলতেন, 'এটা তোমাদের ক্রেডিট।' জানতে চাইতাম, আমাদের কৃতিত্বের কথা কেন বলছেন? বলতেন, 'ওইগুলো লেখাই হতো না, যদি তোমরা জোর না করতে। ওই সময়টা আমি ঘুমোতাম।' হা হা করে হাসি এরপর। অভিজাত মানুষটার একটা সারল্য তাঁর দেহ–মনের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিত। ধীরে ধীরে তাঁকে নানা জায়গায় দেখার সুযোগ পেয়েছি। তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিস–এ যুক্ত ছিলেন। একবার সেখানে একটা সেমিনারে আলোচক হিসেবে গেছিলাম। আর তা দেখে কি খুশি তিনি! একটা নিজের লোকের গন্ধ পেলাম। সবাইকে হৈ হৈ করে আলাপ করিয়ে দেওয়া থেকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া সবটাতেই তিনি উদার।

তাঁর উদারতার কথা বলতে গেলে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে হয়। একজন মানুষকে তো আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রেক্ষিতেই বিশ্লেষণ করি। আমি তখন সামালির বিবক নিকেতনে থাকি। দিন সাতেক ওখানে ছিলাম না। এক রাতে ফিরে দেখি, আমার ঘর থেকে সব জামাকাপড় চুরি গেছে। পরের দিন উনি কয়েকটা জামা–প্যান্ট কিনে পাঠিয়েছিলেন। লাজুক হয়ে বলছিলাম, 'কাকু কী দরকার ছিল এসবের?' অত্যন্ত অবাক হয় বলেছিলেন, 'কেন, কাকু হিসেবে এটা করতে পারি না?' এই দেওয়াতে তাঁর কোনও গর্ব ছিল না। একটা শিশুর মতন মন ছিল তাঁর। দু–এক বছর আগে সামালিতে একটা আলোচনাচক্র চলছে। অনেক বক্তা। আমাকে চুপি চুপি কাছে ডাকলেন। বললেন, 'চল, একটু বাইরে থেকে কোথাও ঘুরে আসি।' বললাম, চলুন রায়পুর গঙ্গার ঘাটে যাই। এককথায় রাজি। আমরা চললাম। যাওয়ার পথে রায়পুরের 'আর্বানাইজড' গ্রামগুলোর কি সুন্দর বিশ্লেষণ করলেন। এক শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে পৃথিবী দেখাচ্ছেন। আমার লেখা একটা বইতে তাঁর সেই জার্নির ছবি –বেরিয়েছিল। সবগুলো দাঁত বার করে হাসছিলেন। কত বড় শক্তিশালী মানুষ, ভেতরে একেবারেই শিশু।

তাঁর শক্তি এবং প্রভাব দেখেছি, বড় বড় রাজনীতিবিদ কিংবা শক্তিশালী আমলাদের কাছে গিয়ে। সবাই তাঁকে মান্যতা দিত। সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বাড়ির উল্টোদিকে থাকতেন। মহাশ্বেতাদি খুব ভালবাসতেন তাঁকে। যে কোনও পরামর্শ দরকার হলে, অমিয়কে চাই। অমিয়বাবু আসতেন, সটান দিদির খাটে উঠে বসতেন। তাঁর পরামর্শ মতন দিদি অনেক কাজ করতেন। দিদির মতন তাঁর এই ভাইটি অন্যের উপকারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যে কোনও সমস্যা নিয়ে পৌঁছলে তার সমাধানের একটা চেষ্টা করতেন। আর তাঁর ফোন কিংবা চিঠিতে যদি কোনও কাজ হয়, সে ব্যাপারে তিনি অকৃপণ। এই প্রতিবেদককেও তিনি বহু মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন ফোন করে কিংবা চিঠি দিয়ে।

অনক সময় অভিমানী হয়ে যেতেন। ছোটদের মতন করে বোঝালে সেই অভিমানও ভাঙত। আবার মিশে যেতেন। নিজের মান–অভিমান নিয়েও যখন তখন তাঁর কাছে হাজির হতাম। অনেক সময় ভর দুপুরেও পৌঁছেছি। খুব খুশি হতেন। দুপুরের খাবারের জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। সবসময় বাধ্য হতে হত। এমনটাই তাঁর জোর ছিল। শেষের সেদিনটা ছিল ভয়ঙ্কর। ১২ জুন প্রিয়ম (গুহ) ফোন করেছিল। বলল, 'অমিয় দাদু ভাল নেই।' সেদিন বিকেলে কলকাতায় ঝড় উঠেছিল। বর্ষায় রাস্তা–ঘাট ডুবে গেছিল। প্রতীকিভাবে মনে হয়েছিল, প্রকৃতিও তার সুসন্তানদের বিরহে কাঁদে, রাগে ফুঁসে ওঠে। অধ্যাপনা কিংবা গবেষণা থেকে অবসরের পর শরীরটা কিছুতেই ভাল যাচ্ছিল না। ফোন করলেই, গলায় হতাশা দেখতাম। সেই হতাশার শরিক হতে আমি, প্রণবদা যেতাম। চুপ করে বসে শুনতাম মানুষটার কথা। শেষের দিকে একটু বেশি অভিমানী হয়ে গেছিলেন।

সে অভিমান এতটাই যে, হয়ত আর থাকতেই চাইলেন না। আমরা পারলাম না অভিমানী মানুষটার মান ভাঙাতে। সৌন্দর্য–সচেতন মানুষটা শুয়ে থাকলেন। ১২ জুন কিছুতেই তাঁকে ঘুম থেকে –তোলা গেল না। সেই হাসি, সেই সুন্দর চেহারা, সেই কথা আর শুনতে পাব না। আমরা ঘর হারালাম। আলিপুর বার্তার সবাই তাদের এক নিকট আত্মীয়কে হারাল। তবে, আমরা নিশ্চিত, তিনি থাকবেন, তিনি থাকবেন, আমাদের হৃদয়ে তিনি থাকবেন। নাই বা ভাবলাম, তিনি ইহলোকে নেই। ভাবব, তিনি দূরদেশে গবেষণায় আছেন। হ্যাঁ, তাঁর আপন করা সেই গলাটা আর শুনতে পাব না।

দুই বাংলার বিয়োগ ব্যাথা

প্রথম পাতার পর

নিজে হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও কর্তব্য পালনে এই তরুণ সাংসদের ভূমিকা সত্যি খুব প্রশংসনীয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুষ্পস্তবক নিয়ে উপস্থিত হন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। এছাড়াও নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন সম্পাদক প্রণব গগুহ ও আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন ড. দীপক কুমার বড়পণ্ডা। হাজির হন বিশিষ্ট নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তীও। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বয়ানে মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল সাইটে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন। আমি প্রয়াত চৌধুরীর আত্মীয় পরিজনসহ তাঁর অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। পড়শি বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে আত্মীয় বিয়োগের ছায়া। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক জানান, 'উনিশ একাত্তরে অধ্যাপক অমিয় কে চৌধুরী তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেন। তাঁর এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৩ সালের মার্চে ৬৯ বিদেশি বন্ধুর সঙ্গে অধ্যাপক অমিয় কে চৌধুরীকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়। তাঁর এই মৃত্যুতে বাংলাদেশ এক অকৃত্রিম বন্ধুকে হারালো। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রয়াত ড. চৌধুরীর অবদান বাংলাদেশের জনগণ চিরকাল মনে রাখবে। আমরা এই গুণী শিক্ষাবিদ ও কলমনিস্টের প্রয়াণে গভীর শোক জানাচ্ছি এবং শোকস্তব্ধ পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।' বিকেলে অমিয়বাবুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।

নেতাজি ছবি নির্মাণে এবার হলিউড অভিনেতা সাইম

আজাদ বাউল, কলকাতা : মুক্ত ভারত সরকারের রাষ্ট্র প্রধান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে নিয়ে এই প্রথম হলিউডের বিশিষ্ট অভিনেতা সাইম হায়দর কাজ শুরু করেছেন। ভারতীয় বংশদ্ভূত মার্কিন এই অভিনেতা সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চলেছেন। খুব শীঘ্রই শুটিংএর কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে। নানা আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিজয়ী নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা অভিনেতা ও পরিচালক সাইম তাঁর এই নেতাজি ছবি নির্মাণে গবেষণা ও পরামর্শের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছেন নেতাজি পরিবারের সদস্য রাজ্যশ্রী চৌধুরী এবং ভারতের নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে ১৯৪১ সালে রহস্যজনকভাবে গৃহে নজরবন্দী থাকাকালীন দেশ থেকে অন্তর্হিত হন।

এরপর মস্কো হয়ে বার্লিনে যান সুভাষচন্দ্র বসু। সেখানে বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে ইন্ডিয়ান লিজিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। পুনরায় জার্মানী থেকে সাবমেরিনে তিনমাস গোপনে সমুদ্রপথে এসে পৌঁছান দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়। এগারোটি দেশ ও রাষ্ট্রপ্রধানের স্বীকৃতিতে প্রবাসী ভারতীয়দের ও বিপ্লবী নেতাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের অস্থায়ী প্রথম স্বাধীন সরকার আজাদ হিন্দ তিনি ছিলেন ওই মুক্ত স্বাধীন সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ অক্ষশক্তির সমর্থন পেলেও তারা শুধুমাত্র ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ মুক্ত করে দেশবাসীর স্বাধীনতার জন্যই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিল এবং পূর্বভারতের বহু এলাকায় আজাদ হিন্দ সরকার তার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নেন। জাপানে পরমাণু বোমার অভিঘাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি বদলে গেলেও ভারতের আজাদ হিন্দ বন্দী মুক্তির আন্দোলন তীব্র হয়। ব্রিটিশ দ্রুত ভারত ভাগ করে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশত্যাগ করে। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট নেতাজি সুভাষচন্দ্র একটি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এমন একটি সাজানো গল্প দিয়ে মিত্র শক্তিকে বিভ্রান্ত করে পুনরায় অতিষ্ঠিত হন। ভারতের বহু মানুষ আজও বিশ্বাস করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র আজও জীবিত তাকে যুদ্ধ অপরাধী তকমা দিয়ে আইনত মৃত প্রমাণের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। শুধু তাই নয় তার চরিত্র হননের জন্য তার বিপক্ষ দেশীয় নেতারা তার সাজানো স্ত্রী ও কন্যার গল্প প্রচার করেন। যদিও সম্প্রতি ভারত সরকার নেতাজি সম্পর্কিত অতি গোপনীয় কিছু ফাইল প্রকাশ করেছেন এবং তাতেই স্পষ্ট ভাবেই জানা গিয়েছে নেতাজি আদৌ বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান নি এবং তার স্ত্রী কন্যার গল্প সাজানো মিথ্যা চক্রান্ত। এশিয় বীর অন্যতম জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বোসের জীবন গাথার একটি বিশিষ্ট দিক ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ এর সময় কালকেই সেলুলয়েডে গেঁথে তুলতে চাইছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিভাবান হলিউড অভিনেতা সাইম হায়দর। ভারতবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে একটি তথ্য নির্ভর গবেষণা ধর্মী নেতাজি চলচিত্রের জন্য সাইমএর প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয় তা আগামী সময় বলবে।

মাঙ্গলিকী

গদাধর আশ্রমে রাণী রাসমণি–বন্দনা

শ্রেয়সী ঘোষ : ৮৬–এ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে অবস্থিত 'রামকৃষ্ণ মঠে' (গদাধর আশ্রম) গত ৬ জুন বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় যে আলোচনা সভাটি বসেছিল, তার বিষয় রাণী রাসমণির জীবন। শিরোনাম ছিল 'কথায় ও গানে রাণী রাসমণি'। আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। বক্তা রাসমণির জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর তিরোধান পর্যন্ত জীবন কথার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি তুলে ধরলেন। তাঁর তেজস্বিতার কথা, কালীপদ অভিলাষী হওয়ার কথা, দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা; সবই উঠে এলো সেই আলোচনায়। স্বাভাবিক ভাবেই এলো শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। কথার ফাঁকে ফাঁকে গান। সেই গানের তালিকার মধ্যে ছিল; মনরে কৃষি কাজ জানো না, ডুব দেরে মন কালী বলে, সদানন্দময়ী কালী, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, সকলি তোমারি ইচ্ছা, গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি, ধন্য তুমি রাসমণি ধন্য তোমার নাম প্রভৃতি গানগুলি। শিল্পীকে তবলা ও খোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস, পার্কাসানে অরুণ দত্ত। ভক্ত শ্রোতায় পরিপূর্ণ ছিল সভা কক্ষটি।

বিবেকানন্দের বাড়িতে নটী বিনোদিনীকে নিয়ে অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ধন্যা নটী বিনোদিনীর জীবন কথা নিয়ে গত ৮ জুন শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল 'রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে'। অনুষ্ঠানের শিল্পী প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। অনুষ্ঠানের শিরোনাম : 'কথায় ও গানে নটী বিনোদিনী।' বক্তা বিনোদিনীর জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত করলেন। গুরুত্ব দিলেন কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উপর। ঠাকুরের চৈতন্যলীলা নাটক দেখতে আসার ঘটনা, শিল্পী হিসাবে বিনোদিনীর নিজের তৈরি হওয়ার ঘটনা, গুর্মুখ রায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা প্রভৃতি বিস্তারিত ভাবে শিল্পী বর্ণনা করলেন। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বিনোদিনীর গাওয়া কিছু গান গেয়ে শোনালেন শিল্পী। সেই তালিকায় রয়েছে : 'কেশব কুরু করুণাদীন,'' ''প্রাণ ভরে আয়, হরি বলে,'' ''আমি চাইনা রে তোর আকুল করা ভালোবাসা'', ''কেমন করে হরের ঘরে'', ''ওঠা নামা প্রেমের তুফানে'', 'ওমা কেমন মা তা কে জানে'', ''হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়'' প্রভৃতি কালজয়ী গানগুলি। এক অনির্বচনীয় পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল রামকৃষ্ণ মঞ্চে। শিল্পীকে তবলায় ও খোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস এবং পার্কাসানে অরুণ দত্ত। বৃষ্টি মাথায় করে যে অসংখ্য ভক্ত শ্রোতা এসেছিলেন, তাঁদের প্রাপ্তির ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সাহিত্য প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতে এক উজ্জ্বল সাহিত্য পত্রিকা হল 'সাহিত্য প্রতিশ্রুতি'। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হলেন বিশিষ্ট কবি, লেখক নিতাই মৃধা। সাহিত্য প্রতিশ্রুতির ব্যবস্থাপনায় গত ১৯শে মে অনুষ্ঠিত হল 'রবীন্দ্রজয়ন্তী ও ১৯ শে মে পালন'এক উজ্জ্বল সাহিত্য সংস্কৃতির সভায়। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় এক সাহিত্য–সংস্কৃতি সমৃদ্ধ দম্পতি বিশিষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী শিল্পশ্রী রায়–সরকারি উচ্চপদাধিকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুপম রায়। নিউ গড়িয়া সমবায় আবাসনে শিল্পীশ্রী–সুমন রায়ের সুরম্য বাসভবনের 'রাজদরবারসম' সুসজ্জিত সভাঘরে। আমন্ত্রিত ছিলেন বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের কিছু 'নক্ষত্র' (আমন্ত্রিত ছিলেন ৫২ বছরে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক)। এই প্রতিবেদক যখন আসরে পৌঁছান তখন আসরে শুভারম্ভ হয়েছে শিল্পশ্রীর অনবদ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে– প্রতিবেদক আসন গ্রহণ করতে করতে মন তাঁর আবেশে ভরে গেল ('মন মোর মেঘের সঙ্গী...')।

এদিন আসরে সভাপতির আসন গ্রহণ করে যিনি আসরকে করলেন সমৃদ্ধ, তিনি হলেন স্বনামখ্যাত কবি রাণা চট্টোপাধ্যায়। এদিন তিনি তাঁর উজ্জ্বল ভাষণে বিশ্ব কবিকে আবার নূতন ভাবে তুলে ধরলেন আসরে। ঐতিহাসিক ১৯শে মে মাতৃভাষা দিবসের শহিদদের নাম উল্লেখ করে। আসামের শিলচরে স্টেশনের 'ভাষার লড়াই'–এর কথা বিস্তৃতভাবে শোনালেন। কলকাতায় তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশের হাতে তাঁর ও ঋষিণ মিত্র সহ অনেকের নির্যাতনের কথা, জেল বন্দী হওয়ার কথা শোনালেন– কারণ তাঁরা কলকাতায় প্রতিবাদী মিছিলের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের বলিষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন...

পরে শ্রী চট্টোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর কবিতা– শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের কোনও কবিতার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হবে এই প্রতিবেদকের পক্ষে 'ধৃষ্ঠতা'... এদিন আর এক সঙ্গীত শিল্পী লিপিকা দে গানে গানে আসরকে আরও উজ্জ্বল করলেন। তবে এই প্রতিবেদককে অবাক করলেন লিপিকা এদিন তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে। এদিন যাঁরা আসরে নানান ভাবের স্বরচিত কবিতা শুনিয়ে (রবীন্দ্র/'১৯শে মে'কে স্মরণে রেখে) আসরকে করলেন বর্ণময় তাঁরা হলেন সর্বশ্রী কবি মৃদুল মাইতি, সুশীল দাস (এই কবির কবিতা সবসময় মন ছোঁয় এই প্রতিবেদকের), নিরঞ্জন মণ্ডল, ইলা দাশ (ইলাদি আপনি আপনার কবিতার একটি আলাদা আসর করুন না?), নিতাই মৃধা (প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই), নিতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী (সঙ্গীত সংপৃক্ত কবিতা–ব্যতিক্রমী প্রয়াস), নিখিল মণ্ডল, জয়ন্ত দত্ত ও অবশ্যই গড়িয়া নিবাসী প্রতিষ্ঠিত কবি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা।

যাঁর কবিতা সব সময়ে সবার মনে ছোঁয় (সম্প্রতি এই প্রতিবেদক কোনও এক উজ্জ্বল সাহিত্য পত্রিকায় অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অসাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধ পড়েছেন; সেই পত্রিকাটি প্রতিবেদক তাঁর সুপ্তস্থিত পত্র পত্রিকার মাঝে খুঁজে চলেছেন– 'হারায় খুঁজি!')। বিশ্বনাথ দাস একটি স্বরচিত পাঠ শোনালেন। ভালো লাগলো নিখিল মণ্ডলের কবিতা।

একটা বিশেষ গীতি আলেখ্য পরিবেশন করলেন নিতাই মৃধা ও শিল্পশ্রী রায়। বিষয় : 'রবীন্দ্র রচনায় ঈশ্বর ভাবনা'। অনবদ্য 'কথা' (রচয়িতা নিতাই মৃধা, সঙ্গীতে শিল্পশ্রী রায়–আসর হল আরও উজ্জ্বল... জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করলেন বিশ্ব কবির 'ম্যাজিসিয়ান' কবিতাটি, যেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে জাদু কেন্দ্রিক সাহিত্য পত্রিকা 'জাদুরঙ্গ মঞ্চে'– পত্রিকার স্থাপক সভাপতি বিশ্ববন্দিত জাদুশিল্পী (ড. পি সি সরকার জুনিয়র) জাদুকর একটি জাদুও দেখালেন, যার মাধ্যমে তিনি লিটল ম্যাগাজিনের কথাই বললেন।

আসরে ব্যবস্থা ছিল মাইকের। ফলে আসর হল স্বয়ং সম্পূর্ণ। এছাড়া আসরের 'জননী' শিল্পীশ্রী রায় সকলের জন্য রেখেছিলেন চা–বিস্কুটের ব্যবস্থা আর বাড়ি ফেরার পথে সবার হাতে সুস্বাদু খাবারের প্যাকেট...

শ্রীনিতাই মৃধা, শিল্পশ্রী–অনুপম রায়– 'আর কি কখনও কবে সাহিত্য প্রতিশ্রুতির এমন সন্ধ্যা হবে?'

আরও : উপরোক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানকারী কোনও কবি/লেখক/সঙ্গীত শিল্পীর নাম যদি বাদ পড়ে থাকে তবে তার জন্য এই প্রতিবেদক ক্ষমাপ্রার্থী।

ঋতের প্রয়াস কবি ও কবিতা

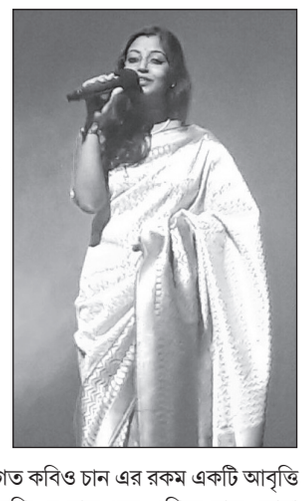

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ঋত'–এর প্রয়াসে ৩০ মে, ২০১৮–এ বেহালা শরৎসদন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত 'কবি ও কবিতা' মিলন সন্ধ্যার শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন সাহিত্যিক রণজিৎ মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার দীপঙ্কর দেবনাথ। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রাজু অধিকারী মহাশয় ও সঙ্গীত পরিচালক অনিমেষ মুখার্জি। এরপরই রবি ঠাকুরের কবিতা সংকলন 'ছুটির হাওয়া' নিবেদন ছিল ঋত–এর ছোটো ছোটো বাচ্চারা। যেমন– রিয়াংশী, দীপাঞ্জনা, অদৃজা, স্নেহা, উদশ্রী, শ্রীতমা, চান্দ্রেয়ী, শ্রেষ্ঠা, প্রাপ্তি, আনন্দিনী, ঋদ্ধি, ঋষিত ও দুই স্বর্নেন্দু–ই দর্শকের মন কেড়েছে। বিশেষ অতিথি হিসেবে শিল্পী জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসু অনুষ্ঠানে রং বাড়িয়েছেন। তবে সম্বর্ধনা পর্বের পর পর প্রতিটি উপস্থাপনা খুব সাবলীল। ঋত–এর অভিভাবিকাদের উপস্থাপনায় ছিল জীবনদেবতা। তবে 'নীল সাগরের পাখি' দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উপস্থাপনায় ঈপ্সিতা সাহা, শ্রীজিতা সাহা ও আয়ুষী চৌধুরী। ঋত–এর অভিভাবক নাট্য পরিচালক নবকুমার ব্যানার্জি ও সম্পাদক তাপস বালা, পার্থ, বাবু, কাকাতুয়া দা নেপথ্যে থেকে অনুষ্ঠানের মান বাড়িয়েছেন।

অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ 'ঋত'–এর কর্ণধার শিল্পী রশ্মি মুখোপাধ্যায় একক আবৃত্তি উপস্থাপনা সত্যিই অনবদ্য। টানা ১ ঘন্টা দর্শক বন্ধুরা আসন ছেড়ে উঠতে চাননি। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা, মঞ্চ এবং আলোক পরিকল্পনা ও আবহে অনিমেষ মুখার্জি অতুলনীয়। আলোক সম্পাতে বুবাই সাঁতরার প্রয়াস অনবদ্য।

বেহালার বুকে একজন সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত নাম রাজু অধিকারী। এই সাংস্কৃতি মনস্ক মানুষটি সভাপতি হিসাবে থেকে 'ঋত্'এর শুভাকাঙ্খী। রাজু বাবুর অনুপ্রেরণা ও সাহায্যে ঋত ও রশ্মি এতটা পথ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। 'ঋত্' ওনার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কয়েকজন নবাগত কবিও চান এর রকম একটি আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'ঋত্' রশ্মি–র হাত ধরে এগিয়ে যাক। তারা রশ্মির পাশে আছেন ও থাকবেন।

পালাগান
অভিনন্দন মাইতি

রাস্তার গোপনতা খোলা গেলে বিভোর ছন্দের ঢেউ
উঠোনময় ছড়াতো দুর্নিবার
মাথার দুঃসহ নকশায় পাক খায়
সারাবেলার কাঠফাটা রোদ

জীবনের ফসিল বুঝি এমন কারুকাজহীনও হয়
বিনীত চপলতা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে বেমালুম ভোলা যায়
কার্নিসে পাখি ডাক

প্রহর পেরোবার সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে পথিক হওয়ার
রাস্তাও পরিস্কার হয়
গোপনতা খোলে
মায়ের কোমল স্পর্শ ছুঁয়ে যায় সারা গায়
পা ফেলার মাটিও যথেষ্ট শক্তপোক্ত
আর তখনই বোঝা যায় জীবনের আঁধার উতরানো
বেলা–অবেলার পালাগান

(হরেন্দ্রনগর, কাকদ্বীপ,দঃ২৪ পরগণা)

আলোকপ্রভা
দেবনাথ পোড়ে

রবির আলোয় বিশ্বভুবন
ফুলে ফলে ভরায় কানন।
সুপ্রভাতে ঊষার দেখা
নয়ন মেলে থাকি একা।
কথায় সুরে তারি গান
ছড়ায়ে পড়েছে তারি বাণী
অমৃতপুত্রের কণ্টধ্বনি।
সত্যরে জেনে আলোকপ্রভা
দেবতুল্য আছে আভা।
বুদ্ধির পারে জ্ঞানের আলো
অসীম সত্য সবার ভালো।
জ্ঞান সমুদ্রে তিনিই দীপ
হৃদয়রাজ্যে সবার প্রদীপ।

(আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)

মিথ্যার ঢেউ
রণজিত কুমার সরকার

মাতৃগর্ভের স্বর্গপুরে
আমার চুপটি ছিল মুখ
রাশি রাশি মিথ্যার ঢেউ
সকাল ও সন্ধ্যায় ফিরে যেতো
আমার সেটাই ছিল সুখ।
দশ মাস কষ্ট দিয়ে মাকে
আঁধার ঘরের দরজা খুলে
বের হই মাটির ডাকে।

শৈশবে রই শিশু ভগবান
যৌবনে হই শয়তান
মুখে ফোটে মিথ্যার খই
পাবার জন্য যশ, অর্থ, মান।

(গ্রা/পোঃ কুশমাণ্ডি, দঃ দিনাজপুর – ৭৩৩ ১৩২)

শিক্ষা
মানস চক্রবর্তী

যে বলে ঈশ্বর নাই
তাকে আয়নার সামনে দাঁড়াতে বলি।
যে সবার মাথায় পা দিয়ে চলতে চায়
তাকে আঙুল উঁচিয়ে আকাশ দেখাই।
যে থেমে যেতে চায়
তাকে ঢেউ গুণতে বলি।
যে গড়তে চায়
তার আমার আমিকে ভাঙতে শেখাই।

(বাওয়ালী, বজবজ–২, দঃ২৪ পরগণা – ৭০০১৩৭)

বিপন্ন সময়
অনন্ত ভট্টাচার্য

দুই মেরুতেই গলছে বরফ, হিমবাহ ফেটে খানখান্
অচিরেই হবে জলের প্লাবন, বিপন্ন হবে প্রাণ।
ভূগর্ভে জল কমছে ভীষণ, ভূপৃষ্ঠে অপচয়ে
জীবন হবে যে বিপন্ন তাই, শেষ হবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে।
মানুষে মানুষে হিংসা দ্বন্দ্ব, দেখি যে বিশ্বময়
মৌলবাদের হাঁকডাক ভারি, আত্মঘাতীর ভয়
রাজনীতি নামে বহুরূপী এসে ঘিরে ধরে চারদিক
বিভেদের জাল বুনে বুনে বলে, আমাদের পথ সঠিক !
হানাহানি বাড়ে, বাড়ে ধর্ষণ – মৃত্যু ও গৃহদাহ
গতানুগতিক চলছে চলবে, এই দেখি অহরহ।
কালঘাম ছোটে মরে খেটে খেটে, দেহ ধার দিয়ে খায়
ধনীর দুয়ারে বিকিকিনি চলে, উভয়ে ছেলে ও মায়ে।
সুবিধাভোগীর হাঁকডাক ভারি, বুলেটপ্রুফের গাড়ী
শূন্য থেকেই কোটি হয়ে যায়, কোথা দিয়ে তাড়াতাড়ি।
এই ভাবেতেই, এই পথ ধরে সবাই চলছে চলবে –
নষ্ট হওয়ার ইতিহাস গড়ি, নব বিপ্লব ঘটবে।

(মাথুর, দঃ২৪ পরগণা)

অবয়ব
আব্দুল হান্নান

এখন সময় অত্যন্ত দুর্বোধ্য
মন–মানসিকে ভীষণ একা
ভাবি তোমাকে কিছু বলি ... কিন্তু
দু–চোখ অন্ধকারে ডোবা
নিরাশার বেড়া ঠ্যালে .... ।
আবার ভাবি ..
তোমার আমার মাঝে অনেক দূরত্ব
মধ্যে বিশাল সমুদ্র,
জানি এপারের ছোট ঢেউ
ওপারে কোনো দিন যাবে না
তবু চোখ নিমেষে হারায়
দেহ উজান টান ...
সারথী মন চাতক পাখীর মতন
শুদ্ধতার তৃষ্ণা, পথের শেষে মিলায়
প্রাণের ঠিকানা, প্রাণের মধ্যে নিহিত।

(সীতারামপুর, কুলপী, দঃ২৪ পরগণা)

অপরাধ
বিশ্বদীপ ঘোষ

এসো গোলাপী দিগন্ত ছায়াপথ বেয়ে।
মেঘনারী নীলাভ, পুড়ছে এলোকেশ,
বড় ভয় লাগে মৃত কৌতূহল ছুঁতে !
তুমি তো মাপতে শেখাওনি জীবনের দৈর্ঘ,
তবে কেন চোখ খুলে দেখি
থমকে আছে ভাঙা গান
শব্দেরা উড়ে উড়ে গৃহত্যাগী,
তবু কথা ফুরোয় না ...

পূর্বরাগ এক এক করে খুলে ফেলে সব শীতল আবরণ।
পুরনো চৌকাঠ আর নগ্ন জলছাপ সাড়হীন, অগোছালো –
পা বাড়ালেই বিপদ।
প্রার্থনার গায়ে আঁচড় কাটে রাতপরি ...

অপরাধ শুধু –
অন্ধকার ঘেরা শূন্যতার কাছে চেয়েছি তোমার আদিরূপ।

(সাউথ সিঁথি, কোলকাতা–৫০)

বেগমবাহার
নির্মল কুমার প্রধান

বেগমবাহার আয়নার স্বপ্ন ছিল
চাঁদকে ধরবে তার অন্তরের অন্তঃস্থলে
তা হতে দিল না
জলভরা একখানি মেঘ।
ফুটলো না চন্দ্রমুখী
নুড়ি নূপুরে নাচল না মানিনী তিস্তা।
থমকে দাঁড়ালো উজ্জয়িনীর উতসব
তাজমহলের সদর দরজা তখন বন্ধ
ছন্দবিহীন হয়ে পড়েছিল মুখর যমুনা স্রোত
ইতিহাস তখন মীরজাফরের দৌরাত্মে
একতিল জায়গা দিতে পারেনি
নির্ভীক সিরাজকে
আজ সেই বুভুক্ষু কান্না
লালবাগের অন্তরে, মহলে মহলে –
কথাগুলো ভাবতে ভাবতে
কখন ঝরে পড়ল বেগমবাহার
আয়নায় ধরা পড়ল আগামী দিনের ইতিবৃত্ত

(বরদাপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

বর্ষা মানেই
মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষা মানেই খিচুড়ির সাথে ঈলিশ ভাজার গন্ধ
বর্ষা মানেই ছুটির মেজাজ, নেই কারো তাতে সন্দ।
বর্ষা মানেই ছোট্ট বেলার কথকতা জালবোনা
বর্ষা মানেই গঙ্গার তীরে লহরীর তাল গোণা।
বর্ষা মানেই পথঘাট সব জলে ভেসে থইথই
বর্ষা মানেই পুকুরে পুকুরে হাঁসেদের চই চই।
বর্ষা মানেই রেনি–ডের ফলে পাঠশালে গেল তালা
বর্ষা মানেই বানভাসি হয় কুঁড়েঘর আর চালা।

(কোন্নগর, হুগলী)

ইচ্ছে
দীনেন্দ্র কুমার চন্দ্র

মেঘ হতে চায় না আকাশ, চায় না হতে নদী
ইচ্ছেখানা হয় না উদয়, ঝর্ণা হতাম যদি,
গাছটি সেও চায় না হতে পাখনা মেলা পাখী
থাকুক মাথায় পাহাড় চূড়া করুক ডাকাডাকি।
যা পেয়েছে হয় না খুশী, আমাদের এই মন
নিত্য খুঁজে বেড়ায় দিশে তাই তো অণুক্ষণ।

(রাজডাঙা, কলকাতা)

ধ্রুবতারার পথে
ডাঃ বিজয় ভূষণ রায়

বিজয়সিংহ করেছেন জয় ধর্মের ধ্বজা ধরে
অতীশ দীপঙ্কর পাণ্ডিত্যে দুনিয়াকে করেছেন মাত।
বঙ্কিম, শরত, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে এঁরা মহারথী
নোবেল পেয়ে অমর্ত্য সেন বাঙালীকে করেন অনারেবল।
তারপর থেমে গেল অগভীর চাকা, দাতা কর্ণের মত
মরে বেঁচে আছি মোরা ভুলেছি ভাষা ও কালচার
দেশ জুড়ে প্রতিযোগীতায় আমরা ক্রমশঃ পেছনে।
পথহারা পথিক মোরা, যেদিন হব মাতৃভাষার পূজারী
ধ্রুবতারা করবে আবার সত্য পথের দিশারী।

(পাহাড়ীপাড়া, জলপাইগুড়ি)

আমার মস্তিষ্ক
দেবকুমার মুখার্জী

তোমাদের ফেলে যাওয়া মস্তিষ্কগুলো
বাজার থেকে কিনে আনি,
আলমারীতে সাজাই – কখনো টেবিলে
উদ্গীরিত হয় রশ্মি !
আমি আবিষ্ট হই।
আমার মস্তিষ্ক কি কোনদিন
প্রদীপ জ্বালাবে অন্ধকারে !

(নিশানতলা, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান–৭১৩১৩০)

অনন্তে তুমি
শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যাপস–এ খবর এল –
দু মিনিট হল, স্টিফেন হকিং
পৃথিবীর পাঠ তুমি উঠিয়ে দিলে
১৪ই মার্চ ২০১৮, হকিং সাহেব ! তুমি
অনন্ত কৃষ্ণগহ্বরে যাত্রা শুরু করেছ।
তোমার যাত্রার অভিঘাতে
মায়াবী পর্দারা নিজেদের উড়িয়ে দিল।
আর আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমারই আঁকা নকশায়
পিঠোপিঠি জুড়ে থাকা দু জোড়া চুম্বির
টানেলের মধ্যে দিয়ে তুমি
এই বিশ্ব থেকে বিশ্বান্তরে
কেমন গটগট্ করে হেঁটে চলে যাচ্ছ
রাজকীয় পদব্রজে, হাইটেক হুইল চেয়ার
আর জটিবুটির বিশল্যকরণীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে –
ওই বিশ্বেরই কোনও কৃষ্ণগহ্বর বুঝি
আটকে রেখেছে তোমার অশ্বমেধের ঘোড়া।
আর তুমি সে খবর পেয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতে যাচ্ছ,
মাহেন্দ্রক্ষণে তুলে দেবে সে যজ্ঞাশ্বের রশি
কোনও যোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে।
আমরা অপেক্ষায় থাকব।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ছোট্ট শ্রেয়ার ক্যারাটে কসরৎ

রিম্পি ঘোষ: হিন্দমোটরের ঘোষপাড়ার হাড়িপুকুরের মেয়ে বছর আটেকের শ্রেয়া শীল। ভাড়া বাড়ির ছোট্ট একটি ঘরে মা, বাবাকে নিয়ে অভাব – অনটনের সংসার শ্রেয়ার। মা ইতি শীল গৃহবধূ। বাবা শঙ্কর শীল ফাইবারের দরজা তৈরি করে কোনরকমে সংসার চালান। আট বছরের শ্রেয়া উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। এই আট বছর বয়সেই সে জীবনে অনেক ওঠাপড়া দেখেছে। হিন্দমোটরের উদয়নপল্লীর ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক সিহান তারকনাথ সর্দার তত্ত্বাবধানে ও সেনসি নন্দন গুছাইতের প্রশিক্ষণে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে শ্রেয়ার ক্যারাটেতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২০১৭ সালে আন্তঃ হুগলি জেলা মহকুমাভিত্তিক আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ জিতে সাড়া ফেলে দেয় শ্রেয়া।

মাত্র প্রায় তিন বছরের প্রশিক্ষণেই রাজ্যস্তরের কানিনজুকো ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ, ২০১৭ সালে ক্যারাটে ডো ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতায় রাজ্যস্তরের আন্তঃ বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই ব্রোঞ্জ, বীরভূমে আয়োজিত 'রাঙামাটি কাপ' ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে উভয় বিভাগেই সোনা (২০১৮ সাল), সম্প্রতি রিষড়া গসপেল হোম স্কুলে আয়োজিত হুগলি জেলা কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো চ্যাম্পিয়নশিপে কাতায় সোনা ও কুমিতেতে রূপো (২০১৮ সাল) ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে শ্রেয়ার ঝুলিতে। ক্যারাটে ছাড়াও কত্থক নাচ ও যোগাসনেরও প্রশিক্ষণ নেয় সে।

এক ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি নিয়ে রাশিয়া বিশ্বকাপ শুরু

অরিঞ্জয় মিত্র

হৈ হৈ করে শুরু হয়ে গেল বিশ্বকাপ। উদ্বোধক দেশ রাশিয়া–সৌদি আরবের ম্যাচ দিয়ে শুরু হলেও যত দিন গড়াবে তত এই টুর্নামেন্ট যে উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। যথারীতি ব্রাজিল, জার্মানি, আর্জেন্টিনা, স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ কেমন খেলে তার দিকে নজর রয়েছে গোটা বিশ্বের। এইসব দলকে কেন্দ্র করে যথারীতি নানা শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছেন দুনিয়ার ফুটবল ভক্তরা। ভারত উপমহাদেশও রাশিয়া বিশ্বকাপ নিয়ে ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। বলা যেতে পারে পাড়ায় পাড়ায় এখন ফুটন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা গড়াতে শুরু করেছে। সেই উত্তপ্ত লাভায় প্রবাহমান এখন আবালবৃদ্ধবনিতা। আর হবে নাই বা কেন? ৪ বছর পর যে এই বিশ্বের সেরা ফুটবলের আসর বসছে যে।

এখন খালি টিভি সেটের সামনে বসে গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করবে বিশ্ব ফুটবলের সব থেকে বড় উৎসব। রাশিয়া বিশ্বকাপকে ঘিরে অনেকদিন আগে থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে চারিদিকে। বিভিন্ন টিম তাদের প্রস্তুতি পর্ব চালু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই অন্যতম ফেভারিট ব্রাজিল প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে। গত বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে ৭ গোল খাওয়ার গ্লানিতে খানিকটা হলেও মলম লেপে দিতে পেরেছে হলুদ সবুজ জার্সিধারীরা। অন্য একটি প্রস্তুতি ম্যাচে আবার মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমে ১–৬ গোলে স্পেনের কাছে হার শিকার করতে হয়েছে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে। যদিও ওয়ার্ম–আপ পর্বের এইসব ম্যাচকে অতোটা গুরুত্ব দিতে নারাজ সমর্থকরা। তাদের বক্তব্য, রাশিয়ার মাটিতে যেটা হবে সেটাই হল আসল লড়াই। এখন কে জিতল, কে হারল তা নিয়ে মাথা ব্যথা না করলেও চলবে। তাও প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে ব্রাজিল সমর্থকদের। তাদের সাফ বক্তব্য, 'এবার নয় নেভার'। ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল শেষ বার কাপ পেয়েছিল ২০০২ সালে। ১৬ বছরের খরা মেটাতে তাই বদ্ধপরিকর ফুটবল জাদুকর পেলের দেশ।

ব্রাজিল সমর্থকের বিচারে সারা বিশ্বে এক নম্বর স্থান অর্জন করে থাকে। ১৯৭০–এর পর টানা ২৪ বছর সেই ব্রাজিলকে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরের বিশ্বকাপটি পেতে। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর জাদুর ওপর নির্ভর করে কামাল করেছিল ব্রাজিল। এরপর ১৯৯৮তে প্যারিসের মাটিতে ফ্রান্সের কাছে অদ্ভুতভাবে ০–৩ হার মানতে হয় লাতিন আমেরিকার এই হিরোদের। এরপর ২০০২ সালে ফের বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ব্রাজিল। তাদের নিকটতম পড়শি আর্জেন্টিনা আবার মারাদোনা ক্যারিশ্মার উপর নির্ভর করে ১৯৮৬ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জেতে। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৯০তে ফের ফাইনালে মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা ও জার্মানি। এই ম্যাচে পেনাল্টি থেকে পাওয়া গোলে জার্মানি মধুর প্রতিশোধ নেয়। ব্রাজিলের পর বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড যুগ্মভাবে জার্মানি ও ইতালির (৪ বার)। তবে গত ৩টি বিশ্বকাপেই সুবিধা করতে পারে নি লাতিন আমেরিকা। ইতালি, স্পেন ও জার্মানি শেষ ৩ বার বিশ্বকাপ নিয়ে গিয়েছে ইউরোপে। এবার অবশ্য ইউরোপের আরেক শক্তিশালী দেশ ইতালি যোগ্যতাই অর্জন করতে পারে নি বিশ্বকাপের। এটা নিঃসন্দেহে এত বছরের বিশ্বকাপ ইতিহাসে খুব দুঃখজনক অধ্যায়। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি ও ইতালিকে বাদ দিয়ে যে বিশ্বকাপ হতে পারে সেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। পারফরমেন্সের দিক থেকে এদের গুরুত্ব এতটাই। তবে হালফিলে ইউরোপের স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সও খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। যদিও বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষেত্রে এদের রেকর্ড সেভাবে উজ্জ্বল নয়। লাতিন আমেরিকার উরুগুয়ে যেমন সেই কোন যুগে দু–দুবার বিশ্বকাপ জিতেছিল। তারপর থেকে তাকে সেই ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েই চলতে হচ্ছে।

ফেসবুক, ট্যুইটার সহ বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটের দেওয়াল ভরে গিয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে নানা রম্য রচনায়। তবে এবার একটা সুবিধা হল যে এই বিশ্বকাপে রাত জাগার ব্যাপারটা খুব কম। যদিও বাঙালির আবেগের সঙ্গে বিশ্বকাপকে ঘিরে রাতজাগা এক নস্টালজিক অধ্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবে এই রাত জেগে উত্তেজক ম্যাচ দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাও অন্তত অফিস–কাছারিতে গিয়ে যে ঘুমে ঢুলতে থাকায় বসের বকুনি যে খেতে হবে না এটাই অনেক।

বাসন্তীতে নকআউট ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার পূর্ব বাজার প্রতিমা সংঘের পরিচালনায় এক দিনের নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত হল শনিবার। প্রতিযোগিতায় কচুখালি নয়ন একাদশ ১–০ গোলে চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাডেমি কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অরুণ মন্ডল। টুর্নামেন্টের সবকটি ম্যাচে চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাডেমি প্রাধান্য নিয়ে খেললেও ফাইনালে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে এই টুর্নামেন্টে রানার্স আপ হয়। আট দলের ফুটবল টুর্নামেন্টে ৪ গোল করে সেরা গোলদাতার সম্মান পান চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাডেমির নেপাল ভুঁইয়া। এদিনের খেলায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নুরুল হুদা খান, অচিন্ত্য হাউলী, শ্যামল বাগ, কালিপদ সরদার ও মানস প্রধান।

এই টুর্নামেন্টে বাসন্তী থানার ৪ টি টিম এবং কলকাতার ৪ টি ফুটবল টিম অংশ গ্রহণ করে ছিল। বিদেশি নাইজেরিয়ান ফুটবলার দের সঙ্গে টক্কর দিয়ে সুন্দরবনের চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাডেমি যে ভাবে দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে তা আগামী দিনে বাসন্তী তথা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই দু জন ফুটবলার বেঙ্গল আকাডেমিতে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে কোচিং নিচ্ছে। আগামী দিনে এই সব ছেলেরা যেদিন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মতো টিমে খেলবে সেদিনই আকাডেমি গড়া সার্থক হবে বলে মনে করেন চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাডেমির কর্ণধার দেবাশীষ বৈরাগী।

উল্লেখ্য বিগত বছর দুই আগে এই আকাডেমির দুই ছাত্র রাজেশ সর্দার,জিয়ারুই পাইক ডেনমার্ক–এ ডানা' কাপ খেলে সুন্দরবন তথা বাংলার মুখ উজ্জল করেছিল।

ভক্তের কেশ সমুদ্রে সমাদৃতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কাগজে লেখা নাম মুছে যে যায় তা সকলের জানা ,পাথরে খোদাই করা নামও যে বিলীন হয় তাও কারোর অজানা নয়। কিন্তু হৃদয়ে যে নাম লেখা হয় সে নাম উপাটিত হতে বেশ খানিকটা সময় লাগে।তাইতো অনেক আগে থেকেই হৃদয়ে থাকার পাশাপাশি ফুটবলের দিয়েগো, জিকো, বেকহ্যাম,জিদানরা ঘড়ির বেল্টে, রিস্টব্যান্ডে,

চশমার দণ্ডতে এমনকি জলছাপ ট্যাটুর মাধ্যমেও উদ্ভাসিত হত। তবু ভালোবাসা থেকে শরীরে নামাঙ্কন প্রায়শই দেখা যেত উল্কির মাধ্যমে শরীরের নানা অংশে। প্রিয় খেলোয়াড়দের জন্য এধরণের অঞ্জলি তো ছিলই। বিশ্বকাপ আসার সাথে সাথে ভক্তকুলের এই ধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলির নবতম সংযোজন চুলের স্রোতে নামের ঢেউ। আজকের বিশ্ব ফুটবলের তারকারা বাঙালি ভক্তদের চুলে স্থান পাচ্ছেন। সেখানে মেসি,রোনাল্ডো,নেইমাররা

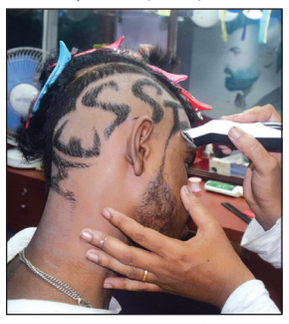

বা পাতলা,চুলকে বিশ্বকাপের চালে বইয়ে দিতে সেলুনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষাতেও আপত্তি নেই রকি,পিন্টু,বা সৌরভ দের। আপত্তি শুধু একটাই, দলের প্রিয় খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে সমালোচনা শোনা। শুধু তাই নয়, এই সময়টার জন্য পকেট খরচের থেকে বাঁচিয়ে রাখা পয়সা দিয়ে হাজার–দুহাজার টাকা খরচ করতে অনেক দিনের যে অপেক্ষা তাও জানায় তারা। খেলা শুরুর এই কাউন্ট ডাউনে সকাল থেকেই ভিড় এই সেলুনগুলিতে। পরিবর্তন নামক এই চুল চিত্রে বিভিন্ন দলের জাতীয় পতাকার রঙের বেলুন সাজানো আছে ওই সেলুনে।

সেলুনের মূল কারিগর প্রবীর প্রামাণিকের এই মুহূর্তে দম ফেলার ফুরসৎ নেই।একের পর এক সমর্থকের আবদার মেটাতে হচ্ছে তাকে। বেশ কয়েকটি মেসি ,রোনাল্ডো,নেইমারদের ইতিমধ্যে মাঠে ময়দানে ছেড়েও দিয়েছেন তিনি। শুধু আবদার মেটাতে এলাকার কচিকাঁচাদের বিনে পয়সায় বিভিন্ন দলের পতাকার রঙে রাঙাচ্ছেন তাদের মুখ। হৈ হৈ করে উজ্জীবিত কিশোর সমর্থকরা রঙিন হয়ে ফিরে যাচ্ছে রং ফিকে না হবার গ্যারান্টি নিয়েই খেলা শেষ না অবধি নিজেদের রুশ বিপ্লবে।দিনের শেষে সমর্থকদের নামসংকীর্তনের একটাই মূল সুর ,দল জিতছে জিতবে।

ম্যাসকট : প্রাক বিশ্বকাপ ফুটবল মুহূর্তে গোর্কি সদনে একটি অনুষ্ঠানে ম্যাসকট নিয়ে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ান দূতাবাস কর্মী ইরিনা মালিসেভা ও প্রাক্তন ফুটবলার ভুবন চট্টোপাধ্যায়।

মনের খেয়াল

ছাপানো কিডনির

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

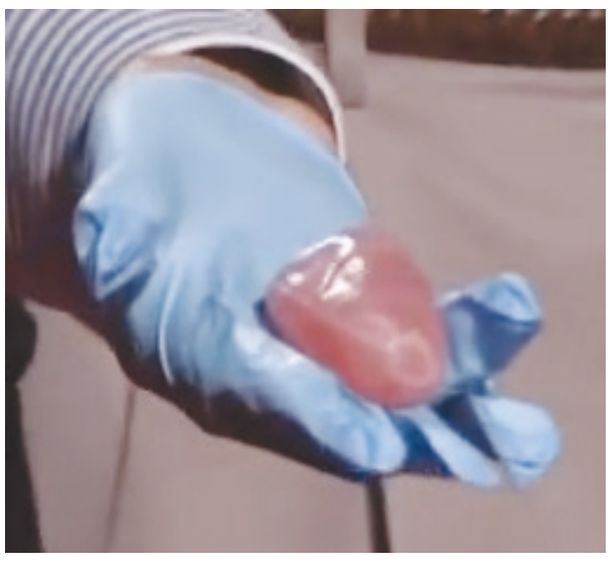

স্কুল থেকে ফিরে, স্কুলব্যাগটা খাটের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়েই তোতন মাকে বলল, মা খেতে দাও। পোশাক পাল্টে ফিরে এসে দেখল মা আগের মতই গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন, তাঁর দৃষ্টি খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে দূরের কোনও বস্তুর উপর নিবদ্ধ। মুখটা বেশ থমথমে। পাশেই বসে আছে ওর থেকে পাঁচ বছরের বড় দিদি অনিন্দিতা। ওর মুখটাও গম্ভীর। মাকে আর একবার ডাকবে কিনা ইতস্ততঃ করতে থাকে তোতন। দিদি ইশারায় ওকে, মাকে ডাকতে মানা করল আর ওর হাত ধরে খাবার জায়গায় নিয়ে এল।

দিদি বলল, তোর তো আজ ম্যাচ আছে, তাই না? নে বোস, আমি তোকে খেতে দিচ্ছি। আজ কিন্তু তোদের জিততেই হবে। হারলে চলবে না!

দিদি ওকে কিছু একটা আড়াল করছে বুঝতে পারে তোতন। খেতে খেতে দিদিকে জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে রে দিদি? বল না!

–তুই জিতে আয় আগে, পরে শুনিস। এমন কিছু না!

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে তোতন। নিশ্চয়ই বাবার অসুখটা বেড়েছে। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের উপর রাগ হয়। উনি যে কী বলেন, তা বুঝতে পারে না তোতন! সকলের মধ্যেই যদি ভগবান আছেন তাহলে বাবার ভিতরের ভগবান কেন এত অসুস্থ হন? বাবাকে কেন এত কষ্ট পেতে হচ্ছে? উনি কষ্ট পাচ্ছেন মানে তো ভগবান কষ্ট পাচ্ছেন! এটা কী করে হয়?

খেলতে নেমে দিদির কথা মনে পড়ে যায়। সমস্ত দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর করে মন দিয়ে খেলে। দিদি বলেছে, জিততেই হবে। হ্যাঁ দিদি, জিততে আমাকে হবেই।

সেদিন তোতনরা সত্যিই জিতেছিল, কিন্তু, বাড়ি ফিরে দিদির মুখে সব শুনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বকে উদ্দেশ্য করে তোতন বলল, হ্যাঁ ভগবান এ তোমার কেমন বিচার?

দিদির কাছ থেকে জানা গেল, বাবার কিডনির অবস্থা খুব খারাপ! কিডনি প্রতিস্থাপন না করলে বাবা বেশিদিন বাঁচবেন না। কিডনি প্রতিস্থাপন ব্যয় সাপেক্ষ। তাছাড়া, উপযুক্ত কিডনি পাওয়াও এক সমস্যা। –কেন দিদি, আমি যদি আমার একটা কিডনি দিই।

–না, তা হয় না, তোর তো সারা জীবন পড়ে রয়েছে। তাছাড়া, আমাদের এই সংসারটাকে তো তোকেই দেখতে হবে তোতন। তুই পঙ্গু হয়ে গেলে চলবে কী করে?

যতদিন না কিডনি পাল্টানো যাচ্ছে ততদিন ডায়ালিসিস চালিয়ে যেতেই হবে। এতদিন তো সপ্তাহে একদিন করতে হত, কিন্তু ডাক্তার বলেছেন, এখন সপ্তাহে দু'দিনই করতে হবে। দিদিকে এখন বাড়ি বাড়ি কাজ করতে হচ্ছে, পড়াশোনা বন্ধ।

দিদি বলে, বুঝলি ভাই যত অসুবিধার মধ্যেই আমরা পড়ি না কেন, তোকে কিন্তু পড়াশোনা চালিয়ে যেতেই হবে, প্রয়োজন হলে আমি আরও কয়েকটা কাজ ধরব।

****

খেলার মাঠে যাবার পথে তোতনের হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গাছের তলায় অনেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের গায়ে একটা ছবি। ছবিটা মনে হয় শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের। পাশে চেয়ারে বসা টাই পরা এক ভদ্রলোক লাইনে দাঁড়ানো লোকেদের এক এক করে কী যেন দিচ্ছেন। খোঁজ করতে গিয়ে যা শুনল তাতে ও রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল। ভদ্রলোক আমেরিকার এক ডাক্তার, উনি অনেক কৃত্রিম কিডনি নিয়ে এসেছেন। আজ সেগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। এমন অপূর্ব সুযোগ হাত ছাড়া করা নির্বুদ্ধিতা। তোতনও তাই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। যারা পেয়েছে তাদের হাতে ছোটো একটা কাঁচের পাত্র আর তার মধ্যে লালচে মত কিছু একটা।

লাইনটা যত এগুচ্ছে ততই উত্তেজনা বাড়ছে তোতনের। ওদের কোনও আর দুঃখ থাকবে না এবার থেকে। বাবা সুস্থ হয়ে উঠলে দিদি আবার পড়াশোনা করবে। লাইনটা অনেকটা এগিয়েছে। ওর পিছনে অনেক লোক দাঁড়িয়ে গেছে। ওর সামনে আর মাত্র দু'জন! আচ্ছা, কিডনি শেষ হয়ে যাবে না তো!

–এই তোতন, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লি? খাবি না? ওঠ্। যেদিনই খেলা থাকে সেদিনই এভাবে ঘুমিয়ে পড়িস। মা ডাকছে, আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। মা আর তুই কেবল বাকি, ওঠ্, চোখেমুখে জল দিয়ে খেতে বস্।

তোতন কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন হয়ে যায়! থম মেরে বসে থাকে। দিদির উপর রাগ হয়। ওদিকে দিদি আবার চিৎকার করে বলতে থাকে, ঐ দেখ, কেমন বসে আছে। বলছি না, মা তোর জন্য অপেক্ষা করছেন।

তোতন কাউকে কিছু বলল না, চুপচাপ খেয়ে নিল। জানে, এসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। শুনে সকলে হয়তো হাসবে। খেয়ে নিজের পড়ার টেবিলে বসে ল্যাপটপটা খোলে। গুগলে গিয়ে অনুসন্ধানের উদ্দ্যেশ্যে টাইপ করল– কৃত্রিম কিডনি, ফ্রি ট্রায়াল . . .

আরও নানা ভাবে অনুসন্ধান করে আমেরিকার এক বাঙালি ডাঃ রায়ের খোঁজ পাওয়া গেল যিনি কৃত্রিম কিডনির উপর গবেষণা করছেন এবং স্বল্প ব্যায়ে ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ পদ্ধতিতে কৃত্রিম কিডনি উৎপাদন করছেন। গবেষণার উদ্দেশ্যে কিছু কৃত্রিম কিডনি বিতরণও করছেন। ওনার ইমেলটাও পাওয়া গেল। তোতন বাবার ও পরিবারের সমস্ত বিবরণ দিল। সবার শেষে লিখল– জয় শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর। তারপর ডাঃ রায়কে ইমেলটা পাঠিয়ে দিল।

এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা!

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com